ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 January, 2021 ■ আগরতলা, ১৬ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী

পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে পুলিশ কর্মীদের পুরস্কার প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। শান্তির পরিবেশই হলো কোনও রাজ্যের উন্নয়নের প্রধান শর্ত। এই শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠে সঠিক ও সুদৃঢ় আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্য দিয়ে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আজ অরুন্ধতীনগরস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্যারেড ও কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। প্যারেড ও কুচকাওয়াজে আরক্ষা প্রশাসনের মোট ৮টি প্ল্যাটুন অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে টি এস আর-এর প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম ও একাদশ বাহিনী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ, মহিলা পুলিশ এবং হোমগার্ডের জওয়ানগণ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জন সাধারণ ও পুলিশের মধ্যে আরও নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা। পাশাপাশি পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে বছরের সার্বিক কাজকর্মের পর্যালোচনার সাথে সাথে পুলিশ বাহিনীর আরও গুণগত উৎকর্ষতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুলিশ প্রশংসনীয় কাজ করছে। করোনা অতিমারির সময়েও পুলিশ প্রশাসন পারদর্শিতার সাথে কাজ করেছে। পুলিশ প্রশাসন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রয়াসের ফলেই বর্তমানে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীর সুস্থতার হার ৯৮ শতাংশে রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পুলিশ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুলিশ প্রশাসন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পারদর্শিতার সাথে কাজ করছে। ফলে দেখা গেছে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা, ধর্ষণ, খুন, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধের মাত্রা অনেকটাই কমেছে। মুখ্যমন্ত্রী তথ্য সহকারে বলেন, গত ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা ২৮.৮ শতাংশ কমেছে, ধর্ষণ ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে রাজ্যে ৭ শতাংশ কমেছে, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে রাজ্যে খুনের হার কমেছে ২০.৮ শতাংশ, ডাকাতি কমেছে ৬২.৫ শতাংশ এবং ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ ২০১৯ সালের তুলনায় ৮১.৮ শতাংশ কমেছে। রাজ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যাও ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ১৫.৪ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি রাজ্যে সাজাপ্রাপ্তির হারও বেড়ে ৩৮.০২ শতাংশে পৌঁছেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আরক্ষা প্রশাসন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ২০১৯ সালে ইমার্জেন্সী রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম চালু করেছে। এই পরিষেবার সাথে রাজ্যের ৭৩টি থানা, ৪৮টি অগিনির্বাপক কেন্দ্র এবং ২৪টি অ্যাম্বলেন্স যুক্ত রয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যের সমস্ত ইমার্জেন্সী হেল্পলাইন নম্বরগুলিকে ১১২ নম্বরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বদা দেশকে গর্বিত করেছেঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্যালুট জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বিশেষ দিনে ভারতের পরাক্রমী সৈনিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ''আমাদের সেনাবাহিনী শক্তিশালী, সাহসী ও সংকল্পবদ্ধ এবং সর্বদা দেশকে গর্বিত করেছে। সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমি স্যালুট জানাচ্ছি।''

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ।

বীরত্ব ও শক্তির প্রতীক ভারতীয় সেনাবাহিনী : অমিত শাহ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে লিখেছেন, ''বীরত্ব ও শক্তির প্রতীক ভারতীয় সেনাবাহিনী। দেশের সাহসী সৈন্যদের অদম্য সাহস ও ত্যাগের প্রতি স্যালুট জানাই। দেশের প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবা উৎসর্গের জন্য দেশ গর্বিত।''

বীরত্ব এবং ত্যাগের জন্য ভারতীয় সেনাকে স্যালুট জানাই : রাজনাথ সিং

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইটারে লেখেন, অদম্য সাহস, বীরত্ব এবং ত্যাগের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানাই।

৪৯ দিন পর অপহৃত লিটন নাথের দাফন করা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারী (হি. স.)।। আশঙ্কা সত্যি করে অপহরণের ৪৯ দিন বাদে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে লিটন নাথের। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় দামছড়া থানাধীন রানীপাড়া এলাকায় মাটি খুঁড়ে তার দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সম্প্রতি, টাকারজলা এলাকায় ধৃত চার উগ্রবাদীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে লিটন নাথের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ নভেম্বর গভীর রাতে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে লিটন নাথকে অপহরণ করেছিল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর দল। মুক্তিপণ বাবদ দেড় লক্ষ টাকা দাবি করেছিল তারা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া থানাধীন কাটুয়া ব্রিজ সংলগ্ন জয়রামপাড়ায় বছর পঁয়ত্রিশের লিটন নাথকে অপহরণের ঘটনায় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

লিটন নাথের স্ত্রী-র বক্তব্য অনুযায়ী, ওই রাতে আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী বাড়িতে এসে ডাকাডাকি শুরু করেছিল। দরজা খুলতেই আমার স্বামীকে টেনে নিয়ে মারধর শুরু করে দিয়েছিল। ঘরে আমাদের ছেলেমেয়ে তখন ঘুমিয়েছিল। ছোট শিশুকে বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে ভয় দেখিয়ে স্বর্ণের কানের দুল, আংটি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। নগদ সাতশো টাকা ছিল। ওই টাকাও নিয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, আমার স্বামীর দোকান থেকে ব্যাগ ভরতি করে জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, বলেন তিনি।

তিনি জানান, দুস্কৃতকারীদের ভাষা বোঝা যায়নি। তবে আমাদের সাথে তারা হিন্দিতে কথা বলেছে। তাদের মুখে মাস্ক এবং কালো টুপি ছিল। ফলে, রাতের অন্ধকারে তাদের চেহেরাও বোঝা যায়নি। তিনি বলেন, দুষ্কৃতীরা স্বামীকে নিয়ে যাওয়ার সময় মুক্তিপণ বাবদ দেড় লক্ষ টাকা দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল।

আজ ধৃত উগ্রপন্থী গঙ্গারাম রিয়াং-র দেওয়া তথ্যের উপর ভর করে উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ এবং সিপাহীজলা জেলা পুলিশ যৌথ অভিযান-এ নেমে রানীপাড়া এলাকায় মাটি খুঁড়ে লিটন নাথের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। মৃতের স্ত্রীকেও দেহ শনাক্ত করার জন্য আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চূড়ান্ত তালিকায় রাজ্যে ভোটার ২৬,৮৬,৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য ১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখকে ভিত্তি বর্ষ ধরে চূড়ান্ত সচিত্র ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। আজ প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে মোট ভোটার রয়েছেন ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩২৩ জন। এরমধ্যে মহিলা ভোটার ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৮৯ জন। পুরুষ ভোটার ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫০২ জন। ত'তীয় লিঙ্গের ভোটার ৩২ জন।

আজ প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ি সার্ভিস ভোটার আছেন ১০ হাজার ১৪৩ জন। এরমধ্যে মহিলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নবম বৈঠকও নিষ্ফলা, ১৯ জানুয়ারি দশম দফার বৈঠকে বসবে দুই পক্ষ

কৃষক আন্দোলন

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। মিলল না রফাসূত্র। নবম বৈঠকও নিষ্ফলা। শুক্রবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে মূলত দু'টি বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আন্দোলনরত কৃষকরা। প্রথমত, তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার এবং দ্বিতীয়ত, এমএসপি গ্যারান্টি অ্যাক্ট। কিন্তু দিনভর দীর্ঘ বৈঠকের পরও রফাসূত্র মেলেনি। তাই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৯ জানুয়ারি, মঙ্গলবার দশম দফার বৈঠকে বসবে দু'পক্ষ।

ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ টিকাইত বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জানান সুপ্রিম কোর্টের কমিটি নয়, তাঁরা কেবল কথা বলবেন সরকারের সঙ্গেই। তবে এদিনের বৈঠকেও যে রফাসূত্র বেরোয়নি, সেকথাও জানাতে ভোলেননি তিনি। তাঁর বক্তব্য, ''আমাদের দাবি অনুযায়ী, এমএসপি দেওয়ার ব্যাপারে গ্যারান্টি এবং নতুন তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার-কোনওটাই এখন হয়নি। আমরা সুপ্রিম কোর্টের গঠিত কমিটির কাছে যাব না। কেবল কেন্দ্রের সঙ্গেই কথা বলব।'' তবে বৈঠকের আগেই অবশ্য সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন ট্রাক্টর নিয়ে রেড ফোর্ট থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত প্যারেড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট যদি প্যারেড না করার নির্দেশ দেয়, তাহলে ওইদিন তা আয়োজিত হবে না। তবে পরবর্তী অন্য কোনওদিন কৃষকরা প্যারেড আয়োজন করবেন।

এদিকে, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, ''এদিনের বৈঠক ভেস্তে গেলেও আমরা আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা জারি রাখব। দু'পক্ষ কথা বলেই এই সমস্যা মেটাবে। দিল্লির এই ঠান্ডার মধ্যেও কৃষকরা যেভাবে আন্দোলন করছেন, তা নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্র।'' এর পাশাপাশি কৃষি আইনকে কংগ্রেসকেও কটাক্ষ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বর মাসে সংসদে পাশ হওয়া তিনটি কৃষি আইন নিয়ে বিগত প্রায় দেড় মাস ধরে দিল্লির বিভিন্ন সীমানায় চলছে কৃষক। দেশের নানা জায়গা থেকে আসা লক্ষ লক্ষ কৃষক তাতে শামিল। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে, 'কৃষক বিরোধী' তিনটি আইন-ই প্রত্যাহার করতে হবে কেন্দ্র সরকারকে। তবে সম্প্রতি কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি আইনগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য চার সদস্যের একটি কমিটি গড়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

যাত্রাপুরে দুই রোহিঙ্গা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। দুই রোহিঙ্গা সহ তিনজনকে আটক করেছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে তাদেরকে আটক হয়েছে। ধৃত দুই রোহিঙ্গার মধ্যে এক যুবতীও রয়েছে। যাত্রাপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই রোহিঙ্গা হল নিজামুল্লা (১৯) এবং মিনারা (১৮)। তারা গত ১৩ জানুয়ারী সকাল সাতটা নাগাদ কাটাতারের বেড়া কেটে বক্সনগরের পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে এপাড়ে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা যাত্রাপুর থানার অধীন মনাইপাথর এলাকার বাসিন্দা ইক্রাম হুসেইনের বাড়িতে অবস্থান করে। এদিকে, যাত্রাপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল বলে এদেরকে আটক করা সম্ভব হয়েছে।

আজ করোনার টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। সারা দেশের সাথে শনিবার ত্রিপুরায় প্রথম পর্যায়ের করোনা-র টিকাকরণ হবে। ১৫২টি টিকা কেন্দ্রে ৩০৪ জন টিকা প্রদানকারী সহ মোট ৯৮০ জনের দল নিয়ে প্রস্তুত ত্রিপুরাও। বিশেষ টিকাকরণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত আগরতলা টাউন হল-এ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক কর্মসূচির সূচনা করবেন।

প্রথম ধাপে স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ-কে টিকা দেওয়া হবে। প্রথম ধাপে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে ত্রিপুরা ৫৬৫০০ করোনা-র টিকা পেয়েছে। তার মধ্যে ৫৫৮২০ টিকা সারা ত্রিপুরায় সরবরাহ করা হয়েছে। পশ্চিম জেলায় ১৭৫০০, উত্তর ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জীবনযুদ্ধে হারল অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। টানা ২২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে হার মানলেন অগ্নিদগ্ধ এক গৃহবধূ। মৃত গৃহবধূর নাম সোমা মালাকার। স্বামীর নাম বিজয় মালাকার। বাড়ি ফটিকরায় ।মাত্র দেড় বছর আগে সামাজিক প্রথায় তদের বিয়ে হয়েছিল।

মৃতার এক মাসের একটি শিশু সন্তান রয়েছে।মিতা স্বামী বিজয় মালাকার জানিয়েছেন শিশু সন্তানকে আগুনের দিতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে প্রথমে ফটিকরায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ।অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রের কৃষি আইনের প্রশংসা করল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার আইএমএফ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। ভারত সরকারের আনা তিনটি কৃষি আইনের প্রশংসা করল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। শুক্রবার আইএমএফের তরফে শুক্রবার বলা হয় এই তিনটি কৃষি আইন ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের একটা বড় পদক্ষেপ হতে পারে।

মোদী সরকারের আনা তিনটি কৃষি বিলের বিরোধিতা করে দিল্লিতে আন্দোলন করছেন কৃষকরা। তারা তিনটি বিলই বাতিল করার দাবি তুলেছেন। এরকম আবস্থায় কৃষি আইন নিয়ে বড়সড় সার্টিফিকেট পেয়ে গেল কেন্দ্র সরকার। তাও আবার একেবারে আন্তর্জাতিক সংস্থার। ভারত সরকারের আনা তিনটি কৃষি আইনের প্রশংসা করল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। শুক্রবার আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের বিশেষজ্ঞরা বলছেন,''আমাদের বিশ্বাস এই তিনটি কৃষি আইন ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের একটা বড় পদক্ষেপ হতে পারে। এই আইনের ফলে কৃষকরা সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। ফলে মিডলম্যানের দাপট কমবে এবং কৃষকরা নিজেদের ফসলের অতিরিক্ত দাম পাবেন।'' কৃষি আইনের প্রশংসা করলেও, এর ফলে যারা প্রভাবিত হবেন, বা যেসব মিডলম্যানরা কাজ হারাবেন, তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন বলে কেন্দ্রকে সতর্কও করে দিয়েছে আইএমএফ।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার যেভাবে আইনগুলির প্রশংসা করল তা নিঃসন্দেহে কেন্দ্রকে রাজনৈতিকভাবে অক্সিজেন জোগাবে। আসলে, কেন্দ্রও ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই কৃষি আইনগুলি পাশ করিয়েছে। তবে, কৃষকদের দাবি এই আইনের ফলে বর্তমানের মান্ডিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল বিক্রির প্রথা উঠে যাবে। এবং বাজার দখল করবে বেসরকারি সংস্থা। আর সেটা নিয়েই যত বিপত্তি।

আগরতলার জল নিষ্কাশনের জন্য বসানো হচ্ছে আধুনিক পাম্প মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকাকে বানভাসি অবস্থা থেকে রেহাই দেওয়ার লক্ষ্যে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন প্রকল্পে শহর এলাকার কয়েকটি স্থানে ডিজেল চালিত উন্নত মানের পাম্প মেশিন বসানো হচ্ছে। এর অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরের বনমালীপুর এলাকায় একটি অত্যাধুনিক ডিজেল পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে।

আগরতলা শহর এলাকার সঠিক স্থানে ৬টি এ ধরনের ডিজেল চালিত পাম্প মেশিন বসানো হবে। অত্যাধুনিক এই পাম্প মেশিন গুলি বসানো হলে বর্ষাকালে অতিদ্রুত জমে থাকা জল শহর এলাকা থেকে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।বর্তমানে আগরতলা শহর থেকে বর্ষার জল নিষ্কাশন এর যে

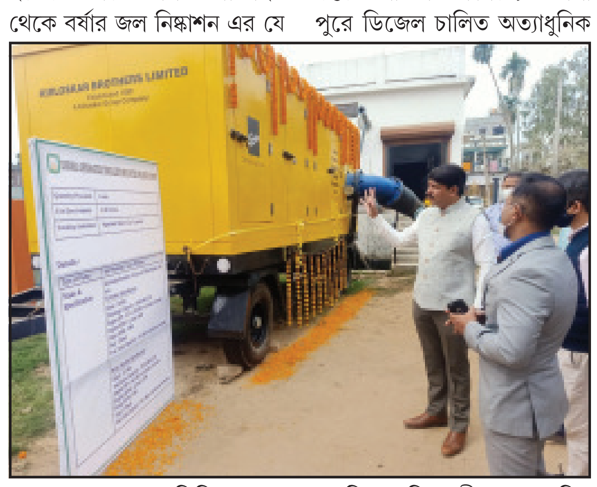

ব্যবস্থা রয়েছে তার অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন প্রকল্পের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্রবার নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বনমালী পুরে ডিজেল চালিত অত্যাধুনিক একটি জল নিষ্কাশনী পাম্প মেশিন এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

ডিজেল চালিত জল নিষ্কাশন পাম্প ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকল্পের সুযোগ সব অংশের মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। মানুষের কল্যাণে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল সমাজের সব অংশের মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

আজ সিপাহীজলা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের এক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় যেকোন প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার উপর উপমুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেছেন।

এজন্য বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ রূপায়ণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য তিনি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান। সঠিক সময়ের মধ্যে সুবিধাভোগীদের কাছে যাতে বিভিন্ন ফল ও ফুলের চারা পৌঁছে যেতে পারে সেজন্যে ওই সমস্ত ফল ও ফুলের নার্সারী এখন থেকেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলমচৌড়ায় হাতেনাতে ধৃত চোরকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। সোনামুড়া মহকুমার কলম চওড়া থানা এলাকার নয়নজলায় এক গরু চোরকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়েছেন এলাকার ক্ষুব্দ জনগণ। আটক গরু চোরের নাম কামাল হোসেন। গণপ্রহারে এসে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে কলম চওড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত গরু চোরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এলাকার খোকন মিয়া নামে এক ব্যক্তি তার একটি গবাদিপশু রাস্তার পাশে বেঁধে রেখে ছিলেন। লোকজনদের অলক্ষ্যে কামাল হোসেন নামে ওই গরু চোর সেখান থেকে গরুটি নিয়ে যায়। সে সীমান্তপথে সেটি বাংলাদেশে পাচার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে রাজভবন অভিযান করল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে শুক্রবার রাজভবন অভিযান করেছে কংগ্রেস।এদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে রাজভবনের দিকে এগিয়ে যায়। মিছিলটি সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছলে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা মিছিল এর গতি রোধ করার চেষ্টা করে।

উল্লেখ্য আগাম ঘোষণা অনুযায়ী কংগ্রেস দল শুক্রবার কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এই অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করে।কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান প্রতিহত করার জন্য আগে থেকেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ টিএসআর এবং কেন্দ্রীয়

নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় গড়ে তোলা হয় ব্যারিকেট। কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মিছিল বেরিকেট ভেঙ্গে রাজভবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৯৯ ▫ ১৬ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২ মাঘ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কোভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু

করোণা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য গোটা পৃথিবী জুড়িয়া ভ্যাকসিন প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। এক্ষেত্রে ভারত মোটেই পিছিয়ে নাই। ভারতের কো ভ্যাকসিন মানবদেহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সফল হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ১৬ জানুয়ারি হইতে দেশের প্রতিটি রাজ্যে মানবদেহে বিশেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীর করোণা যুদ্ধাদের মধ্যে প্রয়োগ করা শুরু হইবে।এইকো ভ্যাকসিন প্রয়োগ করার বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা সংশয় দেখা দিয়াছে। সংশয় দূর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথম সারির করোণা যোদ্ধাদের মধ্যে কো ভ্যাকসিন প্রয়োগ সফল হইলে ইহা প্রকৃতপক্ষে ভ্যাকসিন হিসাবে চিহ্নিত হইবে। তখন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এটি প্রয়োগ করা শুরু হইবে।আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদনে ভারত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম। সারা পৃথিবীকে ভারত যত পরিমাণ ভ্যাকসিন সরবরাহ করে, ২০১৯ সালে তাহার আর্থিক মূল্য ছিল ৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, ২০২৫ সালে ভারতের ভ্যাকসিন বাজারের আর্থিক মূল্য দাঁড়াইবে ২৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট অ্যানালিসিস রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটিং গ্রুপের রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে, ইউনিসেফ সারা পৃথিবী থেকে যত রকম ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে তার ৬০ শতাংশের জোগান দেয় ভারত। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে এটা একটা আশীর্বাদ। কারণ ভ্যাকসিনগুলি তুলনামূলক কম খরচে ভারতে তৈরি করা সম্ভব। সাম্প্রতিক অতীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। ভারতে সুন্দর কোল্ড চেইন স্টোরেজ ফেসিলিটিও গড়িয়া উঠিয়াছে। এসব কারণে ভারতের ভ্যাকসিন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে। কোভিড ভ্যাকসিন পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই তৈরি করা যেত। কিন্তু এই ভ্যাকসিন অল্প সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীর জন্য বিপুল পরিমাণে এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু), ইউনিসেফসহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহল উপলব্ধি করিয়িছে, ভারতের মতো একটি রেডি ও সাকসেসফুল ভ্যাকসিন হাবকে অস্বীকার করিয়া এই প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব। অতএব অন্যান্য ভ্যাকসিনের মতো কোভিড ভ্যাকসিনের প্রয়োজনেও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহল ভারতের উপরেই আস্থা রাখিয়াছে। সব মিলিয়ে কোভিড-যুদ্ধে ভারতের নামটা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। কোভিড ভ্যাকসিন নিয়া অনেক দেশই গবেষণা করিতেছে। প্রায় দেড়শো 'ক্যান্ডিডেট' ছিল। কিন্তু গবেষণা, সফলতার সঙ্গে হিউম্যান ট্রায়াল এবং গণহারে ভ্যাকসিন উৎপাদনের ব্যাপারে শেষ হাসি হাসিতে পারিয়াছে হাতে গোনা দু'-চারটি মাত্র দেশ এবং এগারোটি ক্যান্ডিডেট। ভারত তাহার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এর জন্য প্রতিটি ভারতবাসীর গর্ব অনুভব করা উচিত। এরকম গর্বের মুহূর্ত স্মরণকালের মধ্যে ভারতবাসী কমই পাইয়াছে।

কোভিড ভ্যাকসিনের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাম কোভিশিল্ড। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার লাইসেন্স নিয়া ভারতে এটা তৈরি করিয়াছে পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। ভারতীয় রিসার্চ-কাম-ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থা সিরামের কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন টেস্ট, তৈরি ও বণ্টনের যোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। মনে রাখা দরকার, অক্সফোর্ডের এই ভ্যাকসিন গবেষণার সঙ্গে একাধিক ভারতীয় গবেষক যুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন বাঙালি গবেষক। ভারতের মাটিতে আর যে কোভিড ভ্যাকসিন তৈরি হইতেছে সেটার নাম কোভ্যাকসিন। এটা ১০০ শতাংশ স্বদেশি বা ভারতীয়। প্রস্তুতকারক সংস্থা হল ভারত বায়োটেক। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজির (এনআইভি) সহায়তায় ভ্যাকসিনটি দেশের মাটিতেই 'ডেভেলপ' করা হইয়াছে। কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা, সফল হিউম্যান ট্রায়াল, উৎপাদন এবং দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক মহলের স্বীকৃতি লাভসব মিলিয়ে ভারত আজ এক ঈর্ষণীয় উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতে প্রস্তুত ভ্যাকসিন দু'টি 'ক্ষতিকর' এমন কোনও প্রমাণ নাই। ট্রায়ালগুলোর মধ্যে দিয়া ভ্যাকসিন দু'টি তাহাদের 'ইমিউনোজেনেসিটি' এবং 'সেফটি'র দিক নিশ্চিত করিয়াছে। 'এফিসিয়েন্সি'র প্রশ্নেও কোনও বিরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

এমনএকটা পরিস্থিতিতে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে কোনও কোনও মহল। তাহাতে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। জরুরি এই টিকাকরণের পক্ষে এটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। বিশেষ করে ডাক্তার, নার্সসহ মেডিক্যাল প্রফেশনের কোনও মহল থেকে কোনও ধরনের উদ্বেগ ছড়াইলে সেটা আরও খারাপ। সরকারের উচিত, অবিলম্বে নাগরিকদের সবরকমে আশ্বস্ত করা। প্রয়োজনীয় প্রচার ও জনসচেতনার উপরে জোর দিতে হইবে। কোভিড যুদ্ধে জয়ের এটাও একটা ধাপ, সম্ভবত শেষ ধাপ। আমরা যেন ভুলে না যাই, কোভিড সারা পৃথিবীকে কতখানি বিপর্যস্ত করিয়াছে।

মাথাটা কবে ধরবেন, শুভ্রা কুন্ডু গ্রেফতারি কটাক্ষ সুজনের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি স): নির্বাচনের আগে গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুর গ্রেফতারি নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। শুক্রবার রোজভ্যালির বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার থেকে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগে শুভ্রা কুণ্ডুকে গ্রেফতার করল সিবিআই। শুভ্রা কুন্ডুকে গ্রেফতারের পরই "মাথাটা কবে ধরবেন" বলে কটাক্ষের প্রশ্ন ছুড়লেন বাম পরিষদীয় দল নেতা সুজন চক্রবর্তী।

এই প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, " ২০১৯ সালেও দেখলাম ভোটের মুখে তৎপরতা, তারপর সব চাপা পড়ে গেল। এখনও আবার সেই ভোটের মুখে তৎপরতা। সিবিআই সময় বেছে কেন গ্রেফতার করছে, এটা কিন্তু ধরা পড়ে যাচ্ছে। হাত ধরে টানাটানি করে লাভ কি? কান পর্যন্ত তো ধরছিলেন, কান ধরাও বন্ধ! মাথাটা কবে ধরবেন"।

উল্লেখ্য, শুভ্রা কুন্ডুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি দীর্ঘদিন ধরে তদন্তে সহযোগিতা করছিলেন না। নানা ভাবে সিবিআইয়ের হাজিরা এড়াচ্ছিলেন। এমনকি গোয়েন্দাদের এড়াতে কলকাতা ছেড়ে মুম্বইতে থাকারও অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এমনকি রোজভ্যালির বিপুল টাকা সরিয়েছেন নানান অভিযোগে এদিন গ্রেফতার করা হয় শুভ্রাকে। সিবিআই সূত্রে খবর, গৌতম কুন্ডু গ্রেফতার হওয়ার পর জেল থেকে পাওয়া তাঁর নির্দেশ মেনে কয়েকশো কোটি টাকা পাচার করেছেন শুভ্রা কুন্ডু। এমনকী রোজভ্যালির স্বর্ণব্যবসায় মজুত সোনাও সরিয়ে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু সেই টাকা ও সোনা কোথায় গেল তা জানাচ্ছিলেন না তিনি। ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তিনি অন্যত্র চালান করে দিয়েছেন বলে অনুমান গোয়েন্দাদের। শুভ্রার নামে এর আগে লুক আউট নোটিস জারি করেছিল ইডি। চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করা হয় ব্যুরো অফ ইমিগ্রেশনকে। ইডি সূত্রে খবর মিলেছিল, রোজভ্যালি কর্ণধার গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডু দেশ ছেড়ে পালাতে পারেন। সেই কারণেই ইডি-র তরফে চিঠি পাঠিয়ে ব্যুরো অফ ইমিগ্রেশনকে জানানো হয়, দেশের যে কোনও বিমানবন্দরে শুভ্রা কুণ্ডুর পাসপোর্ট জমা পড়লে, তা যেন সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর আগে শুভ্রা কুণ্ডুর প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছিল ইডি-র অফিসাররা। ইডি-র তরফে শুভ্রা কুণ্ডুকে তিনবার নোটিসও পাঠানো হয়। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভ্রা এক সময় রোজ ভ্যালির স্বর্ণ বিপণি অদ্রিজার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। অদ্রিজায় একাধিক বার তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। এক দিকে প্রভাবশালী যোগ এবং অন্য দিকে বাজার থেকে তোলা ৩৩০ কোটি টাকা কোন খাতে সরানো হয়েছে, শুভ্রাকে মূলত এই দু'টি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে খবর।

আলো ক্রমে আসিতেছে

সুতীর্থ চক্রবর্তী

প্রত্যাশা যেরকম ছিল, সেরকমই চার-ছক্কা মেরে ব্যাটিং শুরু করেছে। ২০২১। প্রথম দিনেই জোড়া সুখবর। একদিকে কোভিড ভ্যাকসিনের ছাড়পত্র ও অন্যদিকে অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর সংকেত। বছরেরর প্রথম দিনটি নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা সংস্কার থাকে। বাকি বছরটা কেমন যাবে, প্রথন দিনেই তার বার্তা মেলে বলে আমরা মনে-মনে বিশ্বাস করি। আপাতত আমাদের সকলের প্রার্থনা প্রথম দিনের বিশ্বাসটাই যেন বছরের সেষদিন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারি।

১৩৮ কোটির দেশ কোভিড মোকাবিলায় যথেষ্ট নাজেহাল হবে বলে আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তা অনেকটাই দূর হয়েছে বলে ধারণা। গোটা দেশে অল্প সময়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে যেভাবে খাড়া করা গিয়েছে, তা অভাবিত। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সময়কালে যাঁদের বেলেঘাটা আইডি, মেডিক্যাল কলেজ বা বাঙুর হাসপাতালের মতো কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁরা নিশ্চিত করেই পলব্ধি করেছেন সরকার চাইলে কী করতে পারে। চিকিৎসক, নার্স ও অসংখ্য স্বাস্থ্যকর্মীর দায়বদ্ধতায় যে এটা সম্ভব করা যায়নি।

ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও দেশজ গবেষণা ও প্রযুক্তি যে এইভাবে দ্রুত কার্যকর হবে, তা ভাবা যায়নি। এক্ষেত্রেও তো আমরা ইংলান্ড, আমেরিকার চেয়ে বিশেষ পিছিয়ে রইলাম না। বহু উন্নত ও ধনী দেশ কিছু এখনও ভ্যাকসিনের বিষয়ে ভারতের সমকক্ষ নয়। বরং ভারতে তৈরি ভ্যাকসিনের দিকে তাকিয়ে বুল্হু উন্নত দেশ। কেন্দ্রীয় সরকার ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকদের নির্দেশ দিয়েছে এখনই রফতানি নয়। আগে দেশের মানুষকে টিকাদান কিছুটা অগ্রসর হোক, তারপর রফতানির প্রসঙ্গ আসবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম টিকাদান কর্মসূচি তে হতে চলেছে। বাস্তবিক তাই। কোভিড মহামারী আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি দেখিয়ে দিল। নিজেদের ক্ষমতার প্রতি আস্থাও বাড়াল।

বছরের প্রথম দিন আমরা জানতে পারলাম, ডিসেম্বরে দেশে জিএসটি আদায় সর্বকালীন রেকর্ড করেছে। ২০১৯-এর ডিসেম্বরের থেকে ও ১২ শতাংশ বেশি। লকডাউনের সময় যে অর্থনীতির প্রায় ২৪ শতাংশ সংকোটন ঘটল, কয়েক মাসের মধ্যেই সেখানে জিএসটি

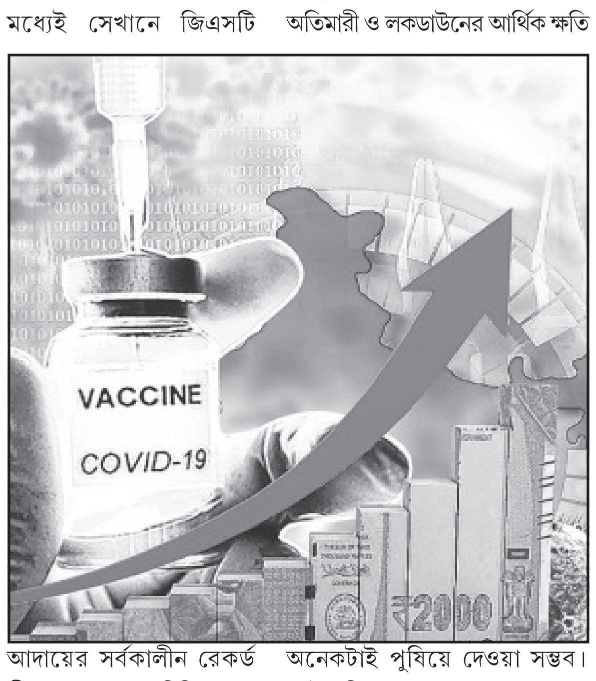

আদায়ের সর্বকালীন রেকর্ড কীভাবে সম্ভব হল? বিস্মিত হতে হলেও ঘটনাটি তো ঘটল। জিনিসের কেনাবেচা বেড়েছে বলেই এটা সম্ভব হল। বাজারে ব্যবসা বাড়ার অর্থই হল, অর্থনৈতিক কাজকর্ম বাড়ছে। গত একমাসে আমদানি ও রফতানি দুটোই বেড়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে, অতিমারী ও লকডাউনের আর্থিক ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব। রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখন একটি অনুষ্ঠানে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যাঁদের হাতে প্রচুর টাকা আছে, তাঁরা কেউ লগ্নি করতে চাইছেন না। সবারই লক্ষ্য টাকা নিয়ে ফাটকা খেলা। উদ্যোগী হওয়ার ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি নয়। অর্থমন্ত্রীর চেয়ারে বসে যে সমস্যা প্রায় এক দশক আগে প্রণববাবু উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সংকট থেকে আজও দেশ মুক্ত হয়নি। লকডাউনের যখন দেশের অর্থনীতির এক-চতুর্থাংশ উবে যাচ্ছে, তখনও শেয়ার বাজার চাঙ্গা। অর্থাৎ পুঁজিপতিদের টাকা কলকারখানায় লগ্নি হচ্ছে না। শেয়ারের ফাটকায় তা খাটছে। কোভিড মোকাবিলায় সাফল্য এবার নিশ্চিয়ই দেশের পুঁজিপতিদেরও আস্থা বাড়বে। সরকার যখন তার কর্মীবাহিনী নিয়ে এত বড় একটি অতিমারী সামাল দিতে পারে, তখন নিশ্চয়ই এই দেশবাসীকে নিয়ে আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। পুঁজিপতিদের লগ্নি করতে বললেই তাঁরা কর্মসংস্কৃতির কথা বলেন। যে ভারতীয় উদ্যোগী চিনে গিয়ে লগ্নি করছেন, তিনি সবসময়ই বলবেন দেশে কর্মসংস্কৃতি নেই। কোভিড মোকাবিলার পর প্রমাণিত হল, ভারতবাসীও পাবে কর্মসংস্কৃতির সেই শীর্ষবিন্দুতে পৌঁঠতে। সরকারের যে কর্মীবাহিনী, তা দেশেরই মানুষ। লক্ষ্য ও তাগিদ থাকলে দেশবাসীও যে শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে যে কোনও চ্যাএলঞ্জ নিতে প্রস্তুত, তা মহামারী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল। চিনের কর্মসংস্কৃতির সাফল্যের মূলে বলা হয় শৃঙ্খলাপরায়ণাতা। সেই শৃঙ্খলাপরায়ণাতা যে ভারতেও সম্ভব, তা নিয়ে সংশয় দূর করার এবার সময় এসে গিয়েছে। কোভিড মোকাবিলার এই শিক্ষা থেকে দেশেকে আত্মনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়ার আস্থা গ্রহণ করুণ আমাদের ব্যবসায়ীরা। বাজার চাঙ্গা হচ্ছে। জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ছে। নতুন বছরে অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানোর জন্য এবার আরও লগ্নি করুন। কোভিড মোকাবিলায় যে সাফল্য আমরা দেখিয়েছি দেশকে অল্প দিনে, উন্নত দুনিয়ার সমকক্ষ করার লক্ষ্যেও আমরা সেই লাভ করতে পারব। অতিমারী আমাদের মধ্যে এই আশার সঞ্চার ঘটিয়ে গেল। অন্ধকারের উল্টো পিঠে আলো থাকে। নতুন বছরে আমরা সেই আলোর দিকটাই যেন শুধু দেখে যেতে পারি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

আলোর গ্যালারি

বোরিয়া মজুমদার

এ বছর মার্চের মাঝামাঝি। আমি তখন কমেন্ট্রির কাজে মুম্বাইতে। আইএসএল ফাইনালের কমেন্ট্রি করব প্রথমে তারপর ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচের কমেন্ট্রি করতে যাব; সেই সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচটা বৃষ্টির জন্য বাতিল হয়েছিল। এই রকমই পরিকল্পনা ছিল। করোনা ভাইরাস তখন ধীরে ধীরে আবিশ্ব একটি জ্যান্ত দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে। গুঞ্জন শুরু হল, করোনার জন্য ওয়ান ডে সিরিজটা বাতিল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কী, ভারতে বসে তখনও আমরা তেমন কিছু অনুভবই করিনি। কম-বেশি সকলেই দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু কী ঘটতে চলেছে, সে বিষয়ে আমাদের কারও কোনও আন্দাজ ছিল না। আমার মনে আছে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, এই সিরিজটা আয়োজন করার ক্ষেত্র তিনি আত্মবিশ্বাসী কি না। সৌরভ এটুকুই বলেছিলেন যে তিনি গ্রেম স্মিথের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলছেন এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করছেন। একটা করে সন্ধে কাটছিল, আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু' -এর বিবৃতি একটু একটু করে আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠছিল। ঠিক সেসময় আমি জানতে পারলাম, আইপিএল-ও নাকি পিছিয়ে যেতে পারে, যা কিনা ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে অর্তকরী এবং সমৃদ্ধিশালী প্রতিযোগিতা। এর মানে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকার ধাক্কা! এটা অবিশ্বাস্য ঠেকছিল।

এরপর এসে পড়ল 'ডি ডে', সেই চূড়ান্ত দিন। দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজ বাতিল হল, আইপিএল পিছিয়ে গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য। আমি তার পরের দিন কলকাতায় পৌঁছলাম, আর ঠিক তার পরে পরেই দেশজুড়ে শুরু হল সর্বকালের কঠিনতম লকডাউন। সত্যি বলতে কী, আমরা বন্ধ দেখেছি অনেক , কিন্তু ২১ দিনের একটা লডাউন কীরকম হতে পারে—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না আমাদের। এবং তাও মাসের পর মাস ধরে চলতেই থাকবে—এই ভাবনাটা একেবারে হজমের অযোগ্য ছিল তখন! লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে পৌঁছে দেখা গেল, বিশ্বজুড়ে আর কোনও খেলা চলছে না। পৃথিবীর সব প্রান্তে সবক'টা সিরিজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার ৪৪ বছরের মরজীবনে এরকম পরিস্থিতি কখনও দেখিনি। আমার মনে আছে, রাতে ঘুমতে যেতাম, তারপর হঠাৎ প্যানিক অ্যাটাক হত, আতঙ্কে জেগে উঠতাম। জীবিকা

নির্বাহর জন্য যে ধরনের কাজ আমি করতাম, বা করি--- তার কি আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই? আমাদের, ভারতীয়দের কাছে খেলাধুলো কি আদৌ আর জরুরি? খেলাধুলো কি আমাদের পরিচিত ভঙ্গিতে আবার নতুন করে শুরু হবে, কখনও ? আমার কাজের কি আর বিন্দুমাত্র তাৎপর্য রয়েছে? এসব প্রশ্নেরই উত্তর ছিল নিখাদ 'না'।

খেলাধুলোই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ফলে একজন ব্যক্তি, যে কিনা খেলাধুলো নিয়ে চর্চা করে, তা নিয়ে লেখালিখি করে---তারও প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে, বলাই বাহুল্য। আমার কাজের পরিসরের মূল্য সামান্যই, বা আদতেই কোনও মূল্য নেই---এই অনুভূতির চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছু হয় না। প্রথমেই যে ভাবনা মাথায় এল, তা হল ভবিষ্যৎ কী হবে? আমার কাজ যদি আর গুরুত্বপূর্ণই না হয়, তাহলে আমি খরচাপাতি চালাব কী করে---এই দুর্ভাবনায় আমার মন একদম ভেঙে পড়ল।

নেতিবাচকতা এবং অবসাদ এতটাই পাকড়ে ধরেছিল, যে এমনকী শচীন তেন্ডুলকরের শ্রেষ্ঠতম ইনিংসের ইউটিউব ভিডিও-ও আমাকে আর উদ্বুদ্ধ করতে পারছিল না। আমার পৃথিবীটা যেন কুঁকড়ে আসতে শুরু করেছিল। কোভিড আমার শরীরের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই মানসিকভাবে আমাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।

সৌরভ গঙ্গেপাধ্যায়, সচরাচর যিনি খুব ইতিবাচক থাকেন, প্রাণোচ্ছল থাকেন, তাঁর সঙ্গে যখন কথা বললাম, এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে, দেখালাম, তিনি ও অসহায়! ক্রিকেট-সংক্রান্ত সব কিছু স্থগিত --- বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসাবে সৌরভের পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক সূচনাপর্ব আর কিছুই হতে পারত না।

তখন জার্মানি থেকে খবর এল, যদি সরকার অনুমতি দেয়, তাহলে মে মাস থেকে বুন্দেশলিগা আবার শুরু হতে পারে। এরং যদি তা হয়, তা হবে বায়ো-সিকিওর' পরিবেশ, আমি প্রথমবারের জন্য বায়ো-সিকিওর বাব্‌ল' শব্দবন্ধটা শুনলাম। এমন কিছু যে আদৌ তৈরি করা যেতে পারে, এটা ভেবেই আশ্চর্য লেগেছিল। জার্মানি পথ দেখাল, এবং সীঘ্র সে পথ অনুসরণ করল ইংল্যান্ড, ইতালি এবং স্পেন। এই সবক'টি দেশকেই কিন্তু কোভিড ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। যদিও গ্যালারিতে সমর্থক ছিল না, তাও খেলাধুলো যে ফিরছে---এটা দেখতে পেয়ে যেন আমরা পুনর্জীবন লাভ করলাম। 'ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড' বা 'ইসিবি' ফুটবলের এই দৃষ্টান্তকে সম্বল করে জুলাই মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট সিরিজ অনুষ্ঠান করে ফেলল, কিছুমাত্র বিচ্যুতি ছাড়াই। আমার মনে আছে, যেদিন ইংল্যান্ডে এই টেস্ট সিরিজটা শুরু হল, ৮ জুলাই, সেদিনটা ছিল সৌরভের জন্মদিন। আমার সঙ্গে ওর দেখা হল। এবং সে সময় আবার সেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখতে পেলাম যাঁকে এত বছর ধরে চিনে এসেছি। আমি অবশ্যই আইপিএল-এর আয়োজন। করতেই চাই জানেন তো, বললেন সৌরভ সঙ্গে জুড়ে দিলেন, 'এক্ষুনি কাউকে কিছু বলবেন না, কারণ প্রকাশ্যে ঘোষণার আগে আমাদের আরও একটু সময় লাগবে।

বিসিসিআই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করল আগস্ট মাসে, এবং আমাদের চূড়ান্ত চকম দিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর ইউনাইটেড আরব আমিরশাহিতে শুরু হল আইপিএল। বায়ো সিকিওর বাবল -এর মধ্যে আইপিএল আয়োজন করার জন্য যে পাহাড় প্রমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে---শেষ অবধি এইটা সম্পন্ন করার জন্য সৌরভ এবং তার টিমকে বিপুল কৃতিত্ব দিতেই হয়। এবং প্রতিযোগিতার নিরিখে এটাই ছিল শ্রেষ্ঠতম আইপিএল। আইপিল শেষ হওয়ার আগেই জানতে পারলাম, আইএসএল-ও হবে, এবং এবার তা হবে ভারতের মাটিতে। কোভিডের পরে এটিই ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্পোর্টস ইভেন্ট। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ঘোষণা করল, ভারতের সঙ্গে যাবতীয় খেলা হবে 'ডাউন আন্ডার ' বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে, এবং তাও প্রায় ভর্তি গ্যালারির সামনে।

আচমকা মনে হতে শুরু করল, এই যুদ্ধে মানবতার কাছে ভাইরাস যেন কিছুই নয়। প্রতিদিন সকালে জেগে উঠে আমি খবরের কাগজে প্রতিষেধকের খবর খুজতাম এবং প্রতিদিনই কিছু না কিছু ইতিবাচক খবর পাচ্ছিলাম, যা জানান দিচ্ছিল---বিজ্ঞান এই দৌড়ে ভাইরাসের চেয়ে এগিয়ে। হ্যাঁ, ক্ষেত্রবিশেষে হোঁচট খেতে হত বটে! যেমন, একটি প্রতিকূল ঘটনার দরুন অ্যাস্ট্রোজেনেকার ট্রায়াল গেল বন্ধ হয়ে, বা কেউ হয়তো বলছে, এই ভাইরাস অভিযোদনে সমক্ষ, তা প্রতিশেধককে নিষ্ক্রয় করে দিতে পারে। কিন্তু যতসময় গেল, নঞর্থক মনোভাবের লেকাজন জমি হারাতে থাকল। এমনকী, তুলানামূলকভাবে পরোক্ষভাবে নেতিবাচক কথা যারা বলছিল, সেই 'হু' -ও বলতে শুরু করল, এই বছরের শেষের দিকে প্রতিষেধকগুলি স্বীকৃতি পাবে---এমন আশা করা বাস্তবসম্মত। প্রতিষেধকের পাশাপাশি আইপিএলের খবর, এবং সন্ধেবেলা আইএসএল---২০২০ আর অতটাও খারাপ বছর রইল না।

এই বছরটা শেষ হতে চলল। ভারত একটি জরুরি টেস্ট সিরিজ খেলছে অস্ট্রেলিয়ায়। টোকিও ২০২১ একটি আসন্ন বাস্তবাতা ইউকে-তে প্রায় আড়াই লক্ষ্যের উপর মানুষকে প্রতিষেধক দেওয়া হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ২০২১ -এর ইংলিশ গ্রীষ্মে উইম্বলডন এবং ইউরো দুটোই পরিকল্পনামাফিক ঘটবে--- এমন সম্ভাবনা আছে। কিছুমাত্রায় সমর্থকরাও সেখানে উপস্থিত থাকবেন বটে। সাম্প্রতিককালে যে ক'জন ভারতীয় অ্যাথলিটের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, প্রত্যেকেই বলেছেন, তাঁদের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, তাঁরা তৈরি হচ্ছেন অলিম্পিকসের জন্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, জাপান ভাবতে শুরু করেছে, অলিম্পিকসের ভেনুগুলিতে তারা দর্শকদের আসতে অনুমোদন দেবে কি না। কারণ টোকিও-তে যারা যাবেন, তাঁদের খুব সহজেই অত্যাবশ্যকীয় কর্মী হিসাবে বিবেচনা করা যাবে, এবং প্রতিষেধক দেওয়া যাবে। যতদূর জানি, 'আইওসি' নাকি 'হু'-এর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য। মোদ্দায়, ২০২১ বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আসছে। যা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল, তা যেন ক্রমশ শেষের পথে যাচ্ছে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, খেলাধুলো আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, এবং মানবতাও খুব শীঘ্রই এই ভাইরাসকে সফলভাবে হার মানবে। বস্তুত, টোকিও হয়ে উঠতে পারে এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে পৃথিবীর আলোর উদ্‌যাপন। ২০২১-এর অক্টোবর-নভেম্বর ভারতের মাটিতে যখন বিশ্বকাপ হবে, তখন আবার ইডেন গার্ডেন্সের স্ট্যান্ডগুলিতে সমর্থকদের দেখতে পাওয়া যাবে হয়তো।

না, আমি আর হতাশ নই। অবসাদ, বিষাদ আর আমার নিত্যসঙ্গী নয়। আর একথা তো আমাকে বলতেই হবে যে, আমি বক্সিং ডে টেস্টের জন্য মুখিয়ে আছি। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, ২০২১-এ আমার আবার আমাদের জীবন ফিরে পাব। এই অনুভূতি এতটাই শক্তিশালী যে, আমি ২০২০-কে অনায়াসে ভুলে যেতে পারছি। আমি যা করতে সবচেয়ে ভালবাসি, তা আবার আমি উপভোগ করছি---খেলা দেখা এবং খেলা নিয়ে লেখা। আমার কাজ আবার সময়োচিত হয়ে উঠছে। এই আশা ও আনন্দ মনে নিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানালাম। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের নামে দালালদের দাপাদাপি উত্তপ্ত শনবিল পশ্চিমাঞ্চল উত্তর আসনআলা

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : গ্রামের সহজ সরল সাধারণ জনতাকে ভুল বুঝিয়ে বিদ্যুতায়নের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার উৎকোচের বিনিময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দিচ্ছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ করিমগঞ্জের আমডহর এলাকা। ঘটনাটি একসময় হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়। প্রায় দেড়ে শতাধিক গ্রাহককে বিদ্যুতায়ন থেকে বঞ্চিত করে গ্রামের জন্য বরাদ্দ ট্রান্সফর্মার থেকে একটি দালালচক্র অস্ত্রশস্ত্র সমেত বাহুবল দেখিয়ে অন্য এলাকায় বিদ্যুতের লাইন নেওয়ার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আমডহরে। ঘটনাস্থলে দেখা দেয় উত্তেজনা। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন একজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার বিকেলে শনবিল পশ্চিমাঞ্চল উত্তর আসনআলা তেমাথায় স্থানীয় পূর্ত সড়কে প্রায় চার শতাধিক ভুক্তভোগী জনতা প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান গত সাড়ে চার বছরের কার্যকালে এতদঞ্চলের উন্নয়নে পুরোপুরি ব্যর্থ। বিধায়কের পরোক্ষ মদতেই পিছপড়া শনবিল পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে উঠেছে সিন্ডিকেটরাজ। দালাল চক্রটি বিদ্যুৎ সংযোগ পাইয়ে দেওয়ার নামে গরিব জনগণের কাছ থেকে ঠকিয়ে নিচ্ছে কাড়ি কাড়ি টাকা। তাই দালাল চক্রের বিরুদ্ধে এবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে গোটা আসনালা এলাকা উত্তাল করে তুলেন বিক্ষুব্ধ জনতা।

তৈয়ব আলি, নুরুল ইসলাম, জলাল উদ্দিন, আব্দুর রৌফ, সামসুল ইসলাম, আব্দুল হান্নান, আব্দুল শুক্কুর, তাজ উদ্দিন, ফখর উদ্দিন, মানিক উদ্দিন, আলিম উদ্দিনরা সংবাদ মাধ্যমের কাছে অভিযোগ করে বলেন, ২০১৯-২৯ অর্থবছরে নিলামবাজার বিদ্যুৎ কোম্পানি কার্যালয়ের আওতাধীন শনবিল পশ্চিমাঞ্চলের পেয়ারিগুল গ্রাম দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের আওতাভুক্ত হয়। কিন্তু কাজের বরাত প্রাপ্ত ঠিকাদার হায়দর হুসেন অবৈধভাবে টাকা উপার্জনের জন্য এখানে কৌশলে একটি দালালচক্র গড়ে তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ঠিকাদার হায়দর হুসেন এই কাজটি অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় বিধায়কের ঘনিষ্ঠ হাসান আহমেদ নামের এক দালালের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের ছত্রছায়ায় থেকে বিধায়কের ক্ষমতা বলে দীর্ঘদিন ধরে হাসান আহমেদ বিদ্যুতায়নের নামে গরিব জনগণের কাছ থেকে উৎকোচ আদায় করে চলছেন বলে অভিযোগ করেন বিক্ষুব্ধ জনতা।

উত্তর আসনআলা, ঘোলছড়া ও গড়িরগ্রামের প্রায় দেড় শতাধিক গ্রাহকের কাছ থেকে বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ হাসান আহমেদ উৎকোচ আদায়ের পরও বিদ্যুৎ সংযোগ দেননি। বরং এই তিনটি গ্রামের জন্য বরাদ্দ বিদ্যুতের অসংখ্য পোল অন্যত্র অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন বলেও হাসান আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন বিক্ষুব্ধ জনতা। গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে ট্রান্সফর্মারটি বসানোর কথা থাকলেও সেটি বসানো হয়েছে উত্তর আসনালায়। এই তিনটি গ্রামের প্রায় দেড় শতাধিক গ্রাহককে বঞ্চিত করে এই ট্রান্সফর্মার থেকে অন্য এলাকায় মোটা অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে প্রায় বাহুবল দেখিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

স্থানীয়রা এতে আপত্তি জানালে হাসান আহমেদ উল্টো বিধায়কের ভয় দেখিয়ে নিলামবাজার পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা সহ মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেন বলে অভিযোগ করেন বিক্ষুব্ধরা।

তাঁদের অভিযোগ বিনা অনুমতিতে বসতবাড়ির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন নেওয়া অভিযোগে নিলামবাজার বিদ্যুৎ কোম্পানির এসডিই কল্লোল দেবরায়, বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার ও দালাল হাসান আহমদেকে অভিযুক্ত করে করিমগঞ্জ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন স্থানীয় সমসুল ইসলাম ও আব্দুর রৌফ। অনুরূপভাবে ১৫ হাজার টাকা উৎকোচ আদায় করে বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়া, অশালীন আচরণের অভিযোগ তুলে করিমগঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নিলামবাজার থানাধীন ফারমপাশা গ্রামের প্রয়াত ফখর উদ্দিনের ছেলে হাসান আহমেদকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেছেন স্থানীয় জনৈক ভুক্তভোগী মহিলা আয়ফুল বিবি।

কিন্তু মামলা দায়েরের পর আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে হাসানের নেতৃত্বাধীন দালালচক্রটি। ভুক্তভোগী জনগণ অভিযোগ করে বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের পরোক্ষ মদতে শুক্রবার সকালে স্থানীয় এক সরকারি এমই মাদ্রাসার জনৈক শিক্ষক ও হাসানের নেতৃত্বে বিশাল সংখ্যক মারমুখি জনতা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সমেত উত্তর আসনআলা গ্রামের ট্রান্সফর্মার থেকে অন্য এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তার টেনে নেওয়ার চেষ্টা চালালে স্থানীয়রা তাতে বাধা দেন। তখন মারমুখি জনতা স্থানীয় সিহাব উদ্দিনকে ঘেরাও করে বেধড়ক মারপিট চালিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ততক্ষণে কালিগঞ্জ পুলিশ ঘটনাস্থল পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় এবং আহত সিহাব উদ্দিনকে উদ্ধার করে কালিগঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে তিনটি গ্রামের ভুক্তভোগী জনগণ নিলামবাজার বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা, নিলামবাজার পুলিশ প্রশাসনের দুর্ব্যবহার ও বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার হাসান আহমেদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে এদিন শতাধিক ভুক্তভোগী জনতা আন্দোলনে নামেন। এতে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানকে সরাসরি দায়ী করে এলাকা উন্নয়নে ব্যর্থ হয়ে এবার দালালচক্রের মাধ্যমে সিন্ডিকেটরাজ গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়ে সরব হন। সাধারণ জনগণের মধ্যে হিংসার বাতাবরণ তৈরি করতে মরিয়া হয়ে ওঠেছেন বলেও বিধায়কের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব হন ক্ষুব্ধ জনতা।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজ নিয়ে এই এলাকায় কোনও ধরনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটলে নিলামবাজার বিদ্যুৎ দফতর, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান সরাসরি দায়ী থাকবেন বলে বিক্ষুব্ধ জনতা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

আমরা বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্কের তুলনা করি না, ভারতকে বার্তা নেপালের বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): "দুই প্রতিবেশীর সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছে নেপাল। আমরা বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্কের তুলনা করি না। আমরা সবসময় নজর রাখি যাতে নেপালের জমি কোনও দেশ নিজের অবৈধ স্বার্থের জন্য ব্যবহার না করে।" শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ষষ্ঠ ভারত-নেপাল জয়েন্ট কমিশনের বৈঠক শেষে একথা বলেন, যৌথ কমিশনের বৈঠক অংশ নিতে ভারত সফররত নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ গিয়াওয়ালি।

নেপালের বিদেশমন্ত্রীর এই বয়ান নিয়ে রীতিমতো জল্পনা শুরু হয়েছে কূটনৈতিক মঞ্চে। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, নেপালে চিনা কার্যকলাপ ও লিপুলেখ নিয়ে ওলি প্রশাসনের ভূমিকায় নয়াদিল্লির ক্ষোভ মেটানোর চেষ্টা করছে কাঠমান্ডু। আর পর্দার আড়ালে সাউথ ব্লকের কলকাঠি নাড়াতেই নেপাল সুর নরম করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের বিরুদ্ধে চিনকে যে নেপালের জমি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, সেই বার্তা ইঙ্গিতে দিয়েছেন গিয়াওয়ালি।

এর আগে বৃহস্পতিবারও একাধিক বেসরকারি আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন নেপালের বিদেশমন্ত্রী। গিয়াওয়ালির সঙ্গেই ভারত সফরে এসেছেন নেপালের বিদেশ সচিব ও স্বাস্থ্য সচিব।

বাসস্থান নয় বাগবাজার বস্তির ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য করবে পুরসভা

কলকাতা, ১৫জানুয়ারি(হি. স.): বাগবাজার অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বস্তিবাসীদের বাংলার বাড়ি দেবে না কলকাতা পুরসভা। বরং তার বদলে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য করবে পুরসভা। এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। আগুনে সর্বহারা ১৩৮টি পরিবারকে নগদ টাকা তুলে দেওয়া হবে। শুক্রবার পুর ভবনে এই সংক্রান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম, পুর কমিশনার বিনয় কুমার, বিশেষ কমিশনার তাপস চৌধুরী, এলাকার বিদায়ী জনপ্রতিনিধি বাপি ঘোষও।

বাগবাজারে হাজারি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের পর সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু, স্থানীয়দের একটা বড় অংশ এই নিয়ে আপত্তি তোলেন। তাঁরা দাবি করেন, এতে একাধিক সমস্যা হবে।

বস্তিবাসীদের মতে, হাজারহাত বস্তিতে এমন কিছু টিনের বাড়ি ছিল যা তিন তলা। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর তৈরি হলে তা দোতলার বেশি হবে না। ফলে জায়গা নিয়েও জট হতে পারে। তাই এলাকাবাসীর বক্তব্য, তাঁরা চান সরকার বা পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও বাড়ি না করে দিয়ে বরং তাঁদের হাতে নগদ টাকা দিক সরকার। যা দিয়ে তাঁরা নিজেরা বাড়ি করে নেবেন।

এরপরেই সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্যই করবে তাঁরা। যদিও কত টাকা করে সাহায্য করা হবে তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কাছাড়ের ২৫টি হাসপাতালে শনিবার থেকে কোভিড প্রতিষেধক প্রদান

শিলচর (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার মোট ২৫টি হাসপাতালে আগামীকাল শনিবার থেকে কোভিড প্রতিষেধক প্রদান করা হবে। এ ব্যাপারে কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাডিশনাল চিফ মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলল অফিসার কার্যালয় থেকে ২৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোভিড টিকাকরণের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি পর্ব সেরে নেওয়া হয়েছে।

কোভিভ-১৯ টিকাকরণের জন্য মনোনীত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো হচ্ছে শিলচর আরবান স্বাস্থ্য খণ্ডের অধীন এসএম দেব সিভিল হাসপাতাল, সোনাই ব্লকের সোনাই পিএইচসি, সোনাবাড়িঘাট এমপিএইচসি এবং গ্রিন হিল প্রাইভেট নার্সিং হোম। ধলাই ব্লকের ধলাই পিএইচসি, নরসিংপুর এমপিএইচসি এবং বড়জালেঙ্গা এমপিএইচসি। বড়খলা ব্লকের বড়খলা পিএইচসি, শালচাপড়া এমপিএইচসি এবং ছিবিটিয়াবিছিয়া এমপিএইচসি। উধারবন্দ ব্লকের উধারবন্দ পিএইচসি এবং টিকল এমজি মডেল হাসপাতাল। হরিনগর ব্লকের হরিনগর পিএইচসি, জয়পুর এসএইচসি এবং বিএমসিএইচ আলিপুর হাসপাতাল। বিক্রমপুর ব্লকের বিক্রমপুর পিএইচসি এবং ফুলবাড়ি এমপিএইচসি। লক্ষ্মীপুর ব্লকের লক্ষ্মীপুর পিএইচসি, বাঁশকান্দি এমপিএইচসি, ছোটমামদা এমপিএইচসি এবং জিরিঘাট এমপিএইচসি। জালালপুর ব্লকের জালালপুর পিএইচসি, কালাইন সিএইচসি এবং কাটিগড়া এমপিএইচসি।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে গত পাঁচ বছরে করিমগঞ্জ জেলায় উন্নয়নে জোয়ার এসেছে : দেবব্রত

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বাধীনতা পরবর্তী ৭০ বছরে যে তুলনায় উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল, আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে করিমগঞ্জ জেলায় সেই তুলনায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে গত পাঁচ বছরে পিছিয়ে পড়া করিমগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নে জোয়ার এসেছে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এই মন্তব্য করেছেন করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা।

এ উপলক্ষ্যে লঙ্গাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ইনাইতপুর গ্রামে এক সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ৭০ বছরের মধ্যে দেশে কংগ্রেস দল ৫০ বছরের অধিক কাল দেশের ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু অর্ধ শতাব্দি কংগ্রেস আমলে করিমগঞ্জ জেলায় তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে এবং ২০১৬ সালে অসমে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায়ও উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে বিজেপি সরকার সাধারণ জনগণের স্বার্থে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তা দেশের ইতিহাসে নজির বিহীন বলে উল্লেখ করেন শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা।

দেবব্রত বলেন, অন্ত্যোদয়, অরুণোদয়, উজ্জ্বলা যোজনা, কৃষকদের এককালীন সাহায্য রাশি প্রদান সহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জনগণকে এগিয়ে নিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের বাস্তবিক অর্থেই মাথা গোঁজার সুবন্দোবস্ত করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। বিগত সরকারের ব্যর্থতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা আরও বলেন, বিজেপি সরকার কখনও জনগণের সাথে ভাঁওতাবাজি আর প্রতারণা করেনি। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপি একশো প্লাস আসন নিয়ে পুনরায় রাজ্যে সরকার গড়বে। এছাড়া রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলারও সার্বিক উন্নয়ন বহাল থাকবে বলে উল্লেখ করেন দেবব্রত বাবু। শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ পিএমএওয়াই ঘরগুলি সরকারি গাইড লাইন মেনে সঠিকভাবে নির্মাণ করার নির্দেশ দেন তিনি।

উল্লেখ্য, এদিন উত্তর করিমগঞ্জের কানিশাইল, লঙ্গাইঘাট, উত্তর করিমগঞ্জ, সরিষা সহ মোট পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রকৃত সুবিধাভোগীদের মধ্যে এই ঘরগুলি বন্টন হয়েছে।

সভায় প্রথমেই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটির জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আমিরুল হক চৌধুরী বলেন, প্রথম দফায় মোট ৫৫৩টি পিএমএওয়াই ঘর বরাদ্দ হয়েছে। ঘর নির্মাণের জন্য প্রত্যেক সুবিধাভোগী কয়েক কিস্তির মাধ্যমে ২ লক্ষ টাকা করে পাবেন। সরকার কর্তৃক বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘরগুলি নির্মাণের পরামর্শ দেন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আমিরুল হক চৌধুরী।

সেনা দিবসে ভাইরাল মাহির সেনার পোশাক পরা ছবি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): সেনা দিবসে ভাইরাল সেনার পোশাক পরা ভারতের প্রাক্তন আধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির ছবি। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবিতে ধোনির হাতে রয়েছে একে ৪৭।

শুক্রবার ৭৩ তম সেনা দিবস। এই দিনটি ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে। আর আজকে এই সেনা দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির একটি ছবি ভাইরাল হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। ওই ভাইরাল ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাহি সেনা পোশাকে মাথায় বুলেটপ্রুফ টুপি, বুকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং ডান হাতে একে ৪৭ নিয়ে পজিশন নিয়েছেন। এই ছবি ভাইরাল হতেই লাইকের বন্যা বয়ে গিয়েছে।

নির্বাচনের আগেই রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ

কলকাতা,১৫ জানুয়ারি (হি. স.): দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার কলকাতায় এসে দু দফায় প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সারেন নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন। নির্বাচন কমিশনারের পর আগামী বুধবারই রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ শুক্রবার এমনটাই খবর সূত্রের।

গত মঙ্গলবারই রাজ্যে দুদিনের সফরে আসেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন। গত বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দু দফায় প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সারেন তিনি। বৃহস্পতিবারই জানা গিয়েছিল, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিই জারি হতেপারে ভোটের বিজ্ঞপ্তি। এরইমধ্যে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বুধবার রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরার নেতৃত্বে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সূত্র মারফত আরও খবর, বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জেলার ডিএম-এসপিদের পাশাপাশি প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক হতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও কথা হতে পারে। শুক্রবারই কমিশনের ফুল বেঞ্চ ফিরে যাওয়ার কথা। এপ্রিলের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা ভোটপর্ব মিটতে পারে এমনটাও ইঙ্গিত মিলছে কমিশন সূত্রে।

ভিত্তিহীন দাবি মমতার , বললেন গজেন্দ্র সিং সেখাওয়াত

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের কাছে অর্থ পাওনার যে দাবি করেন, তাকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক সাত দিন অন্তর রাজ্য থেকে কেন্দ্রের কাছে যাওয়া রেভিনিউ ট্যালি করা হয় এবং কোন রাজ্য এক টাকাও পায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা বলছেন ন আন্তর্জাতিক সীমানা ঘেরার জন্য রাজ্য সরকার জায়গা দেয় না, এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এখানে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের প্রশাসন রাজনীতি করছে। এরা মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে না। তার পতন নিশ্চিত। এখান থেকে অবাধে গরু পাচার হচ্ছে। এই জন্য দেশের স্বার্থে , পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে এই সরকারকে পরিবর্তন করার জন্য আহ্বান করছি।

চাঁদপাড়া বাজারে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী সরকারের প্রশংসা করে গজেন্দ্রবাবু বলেন, করোনা আবহে দুনিয়ার সব থেকে বড় খাবার দেওয়ার প্রক্রিয়া মোদি সরকার করেছে। ৮০ কোটি মানুষকে খাবার দিয়েছে। ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশে হলে নরেন্দ্র মোদী নোবেল পুরস্কার পেতেন।

ভারত-নেপাল যৌথ কমিশনের বৈঠকে উঠল না সীমান্ত বিবাদ প্রসঙ্গ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): সীমান্ত সমস্যা আলোচনার স্থান যৌথ কমিশনের বৈঠক নয়। নেপালকে সাফ জানাল দিল্লি।যার ফলে শুক্রবার ভারত-নেপাল যৌথ কমিশনের বৈঠকে উঠল না সীমান্ত বিবাদ প্রসঙ্গ। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে দুইদিনের ভারত সফরে এসেছেন নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ গিয়াওয়ালি। তবে নেপালের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিবাদ নিয়ে আলোচনার স্থান যে যৌথ কমিশনের বৈঠক নয়, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব। সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'সীমান্তে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সকলেই জানেন। জেনে রাখা ভালো, যৌথ কমিশনের বৈঠক ও সীমান্ত সংক্রান্ত আলোচনা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।'

তাঁর ব্যাখ্যা, 'যৌথ কমিশন আমাদের সামগ্রিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনার সুযোগ এনে দেয়। সেই সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক অভিনব বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর করার রাজনৈতিক পথনির্দেশ দেয়। বিভিন্ন আঙ্গিকে গঠনমূলকআলোচনায় আগ্রহী ভারত।'

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬২৩জন

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬২৩জন । একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৫৬জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৬.৯৪শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৬জনের। গত ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.৪৩শতাংশ মানুষ সংক্রমিত হয়েছেন। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭হাজার ২২৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৪হাজার ৯৮জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৪৬হাজার ৮৪৯জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ২৬জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭১জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ১৮৫জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। বর্তমানে এখনকরোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৪২০জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতাকে ছাড়িয়ে গেল উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৫ জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪৯জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৩০হাজার ৫৬০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৫লাখ ৯১হাজার ১২১টি। এখন রাজ্যে ১০০টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

সুশান্তের ডায়েরির একটি পাতা ...

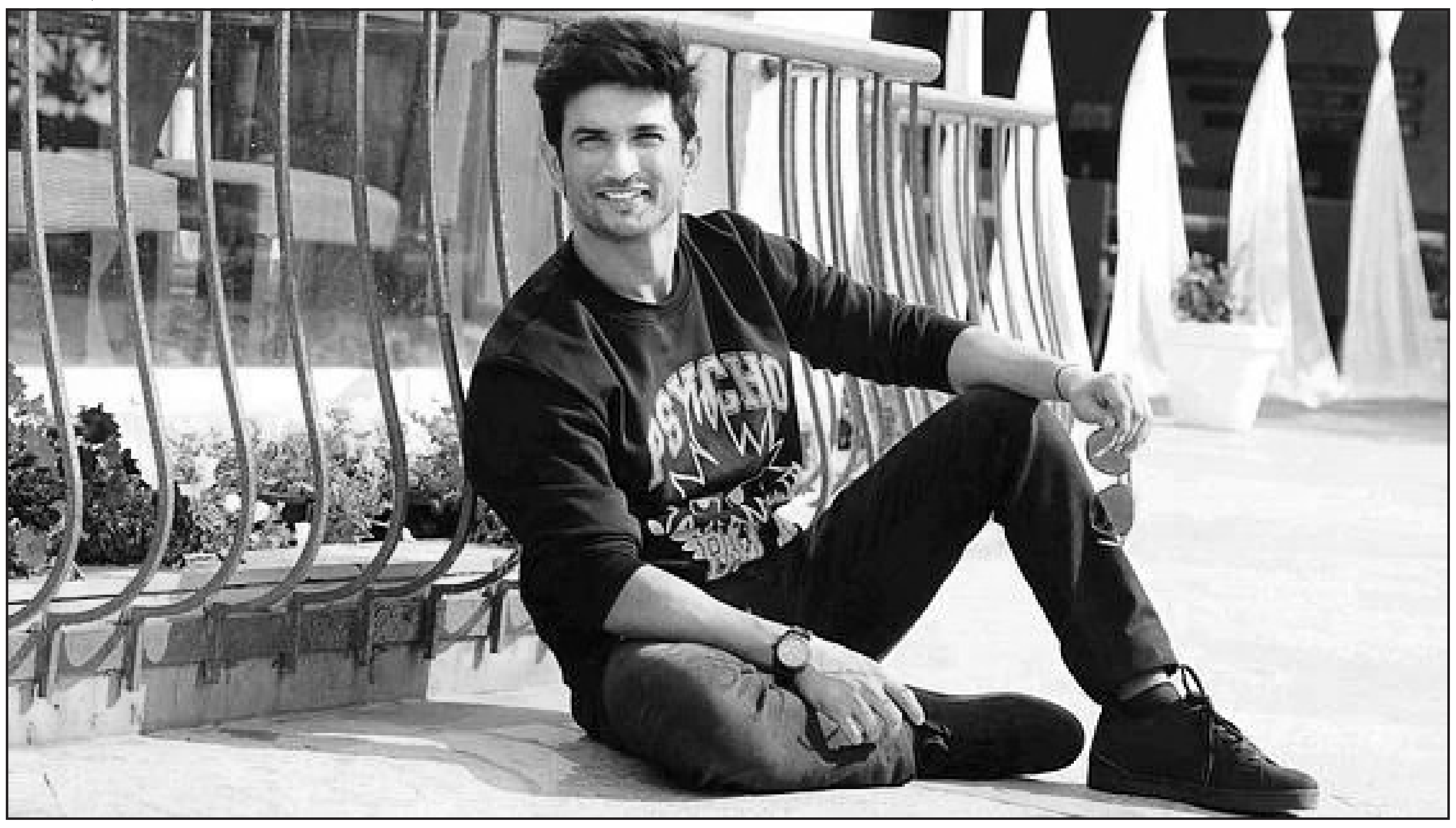

২০২০ সালে বলিউডের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হলো সুশান্ত সিং রাজপুতের অপমৃত্যু। মৃত্যুর পর ২১ জানুয়ারি হতে চলেছে সুশান্তের প্রথম জন্মদিন। সেদিনটি কীভাবে উদযাপন করা যেতে পারে, সেই সম্পর্কে টুইট করেছেন সুশান্তের বোন শ্বেতা সিং কীর্তি। বেঁচে থাকলে সেদিন ‘কাই পো চে’, ‘পিকে’, ‘ধোনি’, ‘কেদারনাথ’, ‘সঞ্চিরিয়া’খ্যাত এই বলিউড তারকার বয়স হতো ৩৫।শ্বেতা লেখেন, ‘আমরা কীভাবে সুশান্তের জন্মদিন উদযাপন করতে পারি? আপনাদের মাথায় কোন আইডিয়া থাকলে জানাবেন।’ তারপর নিজেই লিখেছেন, ‘সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে শোক তো আর কম হলো না। আসুন, আমরা এবার তাঁর জীবনকে উদযাপন করি। চলুন, ২১ জানুয়ারি আমরা সবাই সুশান্তের গানে নাচি। আর সেই ভিডিও পোস্ট করি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। হ্যাশট্যাগে থাকবে “সুশান্ত বার্থডে সেলিব্রেশন”। এভাবেই আমরা আনন্দ করব, আনন্দ ছড়িয়ে দেব।’

জন্মদিন উদযাপনের আরও উপায় বলেছেন সুশান্তের এই বোন। লিখেছেন ‘আচ্ছা, সুশান্তের জন্মদিনে তিনজন ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করলে কেমন হয়? এভাবে আমরা এর আত্মার শান্তি কামনা করতে পারি।’

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসরত এই বোন সুশান্তের ৩০তম জন্মদিনে লেখা ডায়েরির একটি পাতাও শেয়ার করেন। সেখানে লেখা, ‘জীবনের প্রথম ৩০ বছর পার করে ফেললাম। এই ৩০ বছর আমি খরচ করেছি পরীক্ষায় ভালো নম্বর আনতে, ভালো টেনিস খেলোয়াড় হতে, ভালো অভিনয় করতে, ভালো নাচতে। অথচ, ৩০টা বসন্ত পেরিয়ে এসে আমার মনে হচ্ছে, জীবনের মানে কেবল এটাতে সেটাতে ভালো করতে শেখা না। বরং আমি সব সময়ই কিসে ভালো, সেই অনুসন্ধানের নামই জীবন।’

১৪ জুন মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় নিজ বাসায় সুশান্তের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে আত্মহত্যা করেন সুশান্ত সিং রাজপুত। মৃত্যুর সাত মাস পরেও আত্মহত্যার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না সুশান্তের অসংখ্য ভক্ত।

বন্ধুকে ভোলেননি রক

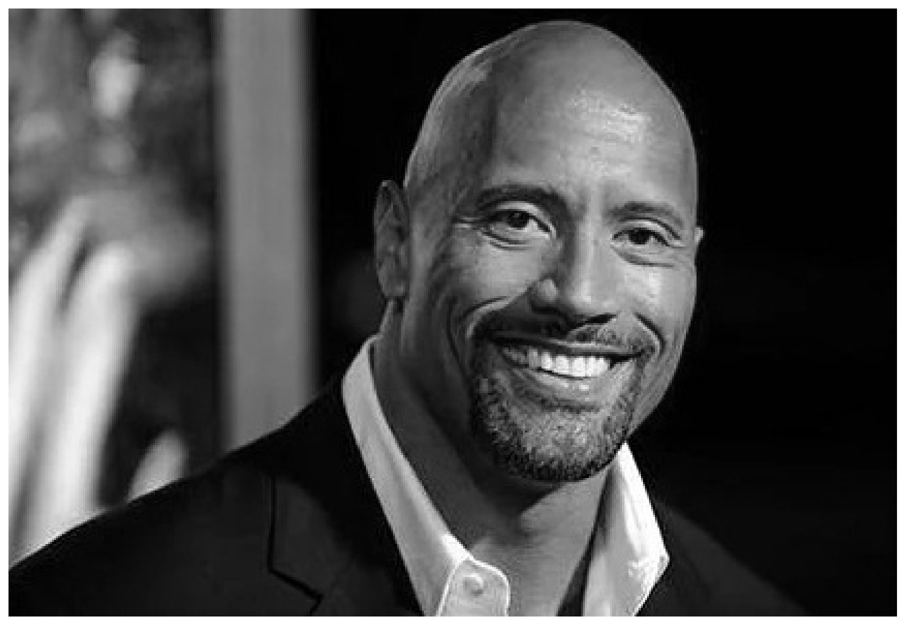

ডোয়াইন জনসন ওরফে দ্য রককে দেখে তর সয়নি বন্ধু ব্রুনোর। জড়িয়ে ধরতে দৌড় শুরু করেছিলেন। পরে হঠাৎ মনে হলো, এখন তো করোনাকাল। জড়িয়ে ধরা মানা! অগত্যা কনুই মেলালেন দুজন। কিন্তু ব্রুনোর জন্য যখন বড়দিনের উপহার বের করলেন রক, তখন আবেগে তাঁকে জড়িয়েই ধরলেন ব্রুনো।

ডোয়াইন তখন খুব ছোট। বিশেষ কারণে মাকে নিয়ে হাওয়াই ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বন্ধু ব্রুনো লাউয়ার ও তাঁর অভিভাবক। চালচুলোহীন ডোয়াইন জনসন একদিন হয়ে উঠলেন বিশ্বের জনপ্রিয় রেসলিং খেলোয়াড়, বিশ্বসেরা উপার্জনকারী তারকা অভিনেতা। কিন্তু শৈশবের সেই দিনগুলো ভোলেননি তিনি। বৃক্ষ হয়ে ছায়া দেওয়া বন্ধুকে মনে রেখেছেন গভীর কৃতজ্ঞতায়। এবারের বড়দিনে তাঁকে উপহার দিয়েছেন অতিকায় একটি গাড়ি। সেই উপহার পেয়ে আনন্দে হতবাক হয়ে গেছেন ব্রুনো।

নতুন বছরের প্রথম দিনের এই ঘটনার একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন দ্য রক। আর ক্যাপশনে লিখেছেন ব্রুনোর সঙ্গে তাঁর শৈশবের দিনগুলো নিয়ে। ভিডিওতে দেখা গেছে উপহার পেয়ে ডোয়াইন জনসনকে ব্রুনো বলেন, জীবনে এমন উপহার তাঁকে কেউ দেয়নি।

ভিডিওর সঙ্গে বিশাল পোস্ট লিখেছেন রক। সেখানে জানিয়েছেন শৈশবে হাওয়াই দ্বীপ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁকে ও তাঁর মাকে। এরপর টেনেসির ন্যাশভিলে বাবার সঙ্গে থাকতে যান তাঁরা। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, বাবার সঙ্গে তাঁর থাকা হচ্ছে না। তখন তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এই ব্রুনো। ব্রুনো তখন একটা ছোট্ট ঘরে থাকতেন। সেখানেই আশ্রয় দিয়েছিলেন রককে। এরপর পেরিয়ে গেছে অনেক বছর। ডোয়াইন জনসন শুরু করেন রেসলিং। তখনো আশ্রয় দরকার ছিল তাঁর। তখনো পাশে দাঁড়িয়েছেন ব্রুনো। সেই বন্ধুকে কি ভোলা যায়?

ভূমি কেবল ‘সুন্দর চেহারা’ নন

অল্প সময়ে বলিউডে যাঁরা ভালো অভিনয়শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, ভূমি পেড়নেকর তাঁদের একজন। তাঁর সিনেমাগুলোর বেশির ভাগই দর্শক আর সমালোচক, দুই মহলেই প্রশংসা কুড়িয়েছে, বক্স অফিস মাত করেছে। যেসব ছবি কাড়ি কাড়ি টাকা আয় করেনি, সেগুলো ভূমির হাতে তুলে দিয়েছে বছরের সেরা অভিনেত্রীর স্মারক। ছবির জন্য গল্প ও চরিত্র বাছাই, অভিনয়, সব মিলিয়ে তাঁকে তুলনা করা হচ্ছে আয়ুষ্মান খুরানার সঙ্গে। বলা হচ্ছে, ভূমি এ সময় বলিউডের ‘নারী আয়ুষ্মান’। যদিও এ কথা শুনে ভূমি হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে বলেছেন, আয়ুষ্মান কেন ‘পুরুষ ভূমি’ নন?

‘দম লাগা কে হাইশা’, ‘শুভ মঙ্গল জ্যায়াদা সাবধান’, সঞ্চিরিয়া’, ‘লাস্ট স্টোরিজ’, ‘টয়লেট এক প্রেম কথা’ ছবিগুলোর অভিনেত্রী ভূমি ফিল্মফেয়ারের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। বড় পর্দায় শক্তিশালী নারী চরিত্র হয়ে ওঠা নিয়ে তিনি বলেন, ‘নব্বইয়ের দশকে আমার বেড়ে ওঠা। সে সময় “রংলীলা”, “ডিডিএলজে”, “কুছ কুছ হোতা হ্যায়”-এর মতো বাণিজ্যিক ছবিতেও কিন্তু নারীদের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে। জয়া ভাদুরি, শাবানা আজমি, স্মিতা পাতিল, শ্রীদেবী, হেমা মালিনী, রেখারা দুর্দান্ত সব চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছেন পর্দায়। পরিবর্তনটা জরুরি ছিল। পরিবর্তনটা ধীরে ধীরে হয়ে আসছিল। আমি সেই ধারাবাহিকতাই ধরে রাখছি।’

ভূমি মনে করেন, অভিনেত্রী হিসেবে তিনি কেবল হিরোর সহযোগী আর গ্ল্যামার হয়ে থাকতে চান না। তাঁর মতে, দর্শকও নারীদের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখতে চান। কেবল হিরোর প্রেমিকা হিসেবে নারীদের দেখতে দেখতে তাঁরা ক্লান্ত। ভূমি বলেন, ‘আমি বলিউডে কেবল সুন্দর চেহারা হয়ে থাকতে চাই না। বলিউডকে সমৃদ্ধ করতে চাই। একটা ইন্ডাস্ট্রিতে সব ধরনের ছবি থাকবে। আপনি কারিনা কাপুরকে দেখুন। তিনি “চামেলি” হয়েছেন।

আবার “ফেবিকল সে”ও করেছেন। এই বৈচিত্র্যই একটা ইন্ডাস্ট্রিকে শক্তিশালী আর সমৃদ্ধ করে। তবে দর্শক আমার কাছ থেকে যে ধরনের কাজ আশা করে, তাতে আমি গর্বিত। আমার কাঁধে এই দায়িত্ব তুলে দেওয়ায় আমি সম্মানিত।’

এই মুহূর্তে ভূমি ব্যস্ত ‘বাধাই দো’ সিনেমার শুটিংয়ে। সেখান থেকে সহকর্মী রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে একটি সেলফি পোস্ট করেছেন তিনি। ছবিটি ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্তর্জালের দুনিয়ায়।

দিলশাদ নাহার কনাসংগৃহীত কত দিন পর গান কাভার করলেন?

প্রায় দুই বছর পর ফোক গান কাভার করলাম। এর আগে ‘সখী পিয়া’ শিরোনামে একটি অসমিয়া ফোক গান কাভার করেছিলাম।

‘তুই কি আমার হবি রে’ সিনেমার গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। কী কারণে এটি এত জনপ্রিয় হলো?

গানের শিরোনামটাই ক্যাচি। এখানে প্রেমের কথাগুলো সহজভাবে বলা হয়েছে। শুনতে আরাম লাগে। এ কারণে তরুণেরা বেশি পছন্দ করেছেন। মিউজিকটাও দারুণ হয়েছে। তা ছাড়া ‘বিশ্বসুন্দরী’ সিনেমায় সিয়াম ও পরীমনি গানটির সঙ্গে পারফর্ম করেছেন। তাঁদেরও প্রচুর ফ্যান-ফলোয়ার আছে।

সিনেমার গানে আপনি একটি জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু ‘ধিন তা না তানা না না’, ‘রেশমি চুড়ি’, ‘ও ডিজে’, ‘ইচ্ছেগুলো’ গানগুলোর পর অনেক দিন আপনার কোনো মৌলিক গান সেভাবে আলোচনায় আসেনি...

সত্য কথা বলতে কী, সময়ের অভাবে অনেক দিন নতুন কোনো মৌলিক গানের পরিকল্পনা করা হয়নি। আমার গাওয়া সিনেমার গান যখন একের পর এক আলোচনায় আসতে লাগল, তখন সিনেমার গানেই আগ্রহ বেশি ছিল। তা ছাড়া প্রচুর স্টেজ শো করেছি। ফলে মৌলিক গান তৈরিতে সময়, তাগিদ দুটিই কম ছিল। তবে এরই মধ্যে দুটি মৌলিক

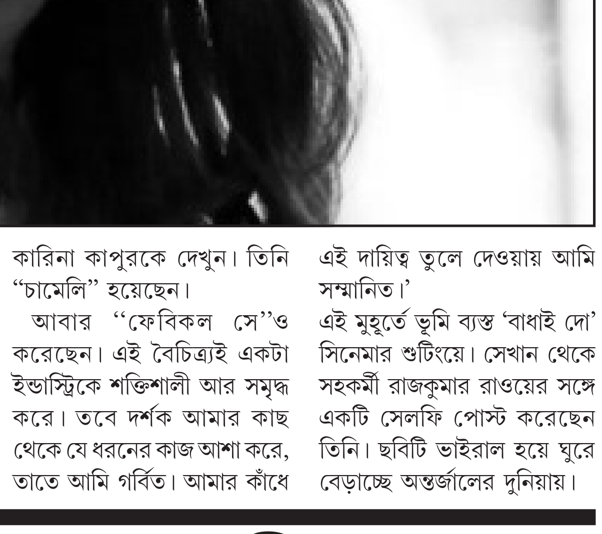

গান তৈরি করেছি। ভিডিও করারও প্রস্তুতি নিচ্ছি। এ বছরই আমার নিজের ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত হবে।

স্টেজ শোর খরা কি কাটল?

না, এখনো সেভাবে কাটেনি। তবে টুকটাক স্টেজ শো করছি। করোনাকালে সাত আট মাস একটি শোও ছিল না। মাস দুয়েক হলো কিছু শো হচ্ছে। অনুমতিও সেভাবে দেওয়া হচ্ছে না এখনো। তারপরও ৮, ৯ ও ১০ জানুয়ারি শো করেছি। ২৪ জানুয়ারি ঢাকাতে শো আছে।

১৪৫ গানের মালিকানা হারালেন শাকিরা

যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক সংগীত ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিপনোসিস। বড় বড় শিল্পীর গানের স্বত্ব কিনে নেয় তারা। তাদের কাছেই নিজের সব গানের স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছেন শাকিরা। তাঁর গাওয়া ১৪৫টি গান কিনে নিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। তবে এই লেনদেন কত টাকার, তা প্রকাশ করেনি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পী কেউই।

হিপনোসিসের মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘শাকিরা তাঁর শিল্পীজীবনে যত গান রেকর্ড করেছেন, তার সবই আমরা কিনে নিয়েছি। এটা আমাদের কোম্পানির জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সাফল্য। শাকিরা একজন দুর্দান্ত শিল্পী। তাঁর জীবনের সব গানের স্বত্ব কেনা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বড় অর্জন। মুহূর্তটি আমাদের জন্য কেবলই উদ্‌যাপনের।’

১৯৯১ সালে প্রথম অ্যালবাম মুক্তির পরই বিশ্বসংগীতে হইচই ফেলে দেন শাকিরা। তিনবার গ্র্যামিজয়ী এই শিল্পীর প্রথম সেই অ্যালবাম বিক্রি হয়েছিল আট কোটির বেশি কপি। গানের স্বত্ব, বাড়ি, গাড়ি, অর্থ, পণ্যদূত হিসেবে সম্মানি মিলিয়ে শাকিরার মোট সম্পদের পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকা মাত্র (গানের স্বত্ব বিক্রির টাকা বাদে)। ইতিমধ্যে তিনি নাম লিখিয়েছেন বিশ্বের সেরা ধনী নারী শিল্পীদের তালিকায়। তবে এই মুহূর্তে ৪৩ বছর বয়সী শাকিরার কোনো গান আর শাকিরার নয়। আর সম্পদের পরিমাপ করলে টাকার অংকটাও বড় হয়েছে। ভবিষ্যতে শাকিরার গান থেকে যত আয় হবে, তার সবই যাবে হিপনোসিসের পকেটে।

২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর হিপনোসিসের কাছে যে পরিমাণ গান, আইপি অ্যাড্রেস আছে, সেগুলোর দাম ১০৫ কোটি পাউন্ড বা ১২ হাজার ১৫৮ কোটি টাকা। সময়ের সঙ্গে এগুলোর দাম আরও বাড়বে। মাত্র ২ বছরে প্রতিষ্ঠানটি অর্জন করেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। ঝুলিতে জড়ো হওয়া গানের সংখ্যা ছাড়িয়েছে পাঁচ হাজার। সেগুলোর মধ্যে ২ হাজার গানই বিলবোর্ডের টপ টেনে জায়গা করে নিয়েছিল।

এর আগে নিজের সমগ্র ক্যাটালগের স্বত্ব ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন কবি, গীতিকবি ও কণ্ঠশিল্পী বব ডিলান। ভবিষ্যতে তাঁর গান থেকে যা আয় হবে, সেগুলো পাবে ইউনিভার্সাল মিউজিক।

মৌলিক গান তৈরিতে সময়, তাগিদ দুটিই কম ছিল

‘নিশিতে যাইও ফুল বনে’ গানটি কাভার করার পরিকল্পনা হলো কীভাবে?

কিছুদিন আগে আমি আর ইমরান একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। ওই অনুষ্ঠানে সংগীতশিল্পী জুয়েল মোর্শেদের সঙ্গে দেখা হয়। এই গানের কাভার করার মূল সমন্বয়ক তিনি। ওই দিন আমাদের দুজনকে গানটি কাভার করার জন্য বলেন। জুয়েল ভাইয়ের সঙ্গে আগেই কাজের অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। এভাবেই কাজটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।

গানটি কেমন লাগবে দর্শকের কাছে?

গানটি রেকর্ড হওয়ার পর কয়েকবার শুনেছি। খারাপ হয়নি। শ্রোতাদের কাছে মন্দ লাগবে না। মূল সুর ঠিক রেখে নাভেদ পারভেজ সুন্দর মিউজিক করেছেন। যেখানে যা দরকার, ঠিক সেটাই রাখা হয়েছে গানটিতে। এ কারণে গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার সাহস পেয়েছি। কারণ, কাভার গান করতে আমার ভীতি আছে।

ভয় কেন?

সাধারণত জনপ্রিয় গানগুলোই কাভার করা হয়। এসব গান মূল শিল্পীর কণ্ঠে আগেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শ্রোতাদের মাথায় মূল শিল্পীর গায়কিই গেঁথে থাকে। পরবর্তীকালে নতুন করে কাভার করা হলে শ্রোতাদের কাছে তা পছন্দ না-ও হতে পারে। এ জন্য ভয় লাগে। তবে ফোক গানের চেয়ে সিনেমা বা আধুনিক গানগুলো কাভার করতে বেশি ভয় লাগে। কারণ, ফোক ঘরানার অনেক গানই বহু বছর ধরে অনেক শিল্পী কাভার করে আসছেন। সুতরাং শ্রোতাদের কাছে একই গান একাধিক শিল্পীর কণ্ঠে শোনার অভ্যাস আছে।

মানকাচরের আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভারতে প্রবেশ করে গ্রেফতার গরু পাচারকারী বাংলাদেশি

মানকাচর (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার সোনাপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা অঞ্চলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাত প্রায় সাড় নয়টা নাদাগ মানকাচর থানার পুলিশ সোনাপুর গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় বাংলাদেশি ওই নাগরিক পুলিশের গাড়ি দেখে পালিয়ে যেতে দৌড় দেয়। তখন পুলিশ পিছু ধাওয়া করে আটক করে তাকে। জিজ্ঞাসাবাদ চালালে নিজেকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে স্বীকার করে ধৃত ব্যক্তিটি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক কুরিগ্রাম জেলার রৌমারি থানার হরিণধরা গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত আলিম উদ্দিনের পুত্র আব্দুল খালেক (৫৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ধৃত ওই বাংলাদেশি নাগরিক আব্দুল খালেক গত প্রায় তিন বছর ধরে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে বাংলাদেশে গরু পাচারে জড়িত রয়েছে। এক সপ্তাহ আগে সে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সংস্থাপিত কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে গরু পাচারে লিপ্ত ছিল।

এদিকে, আজ দুপুরে ধৃত বাংলাদেশি আব্দুল খালেককে হাটশিঙিমারিতে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করেছিল পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে তাকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

তৃণমূলের দল ভাঙানোর অভিযোগ অস্বীকার দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূলের দল ভাঙানোর অভিযোগ অস্বীকার করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।শুক্রবার তৃণমূলের বেসুরো সাংসদ শতাব্দী রায়ের সঙ্গে দেখা করে দলের নেতায়কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, শতাব্দীর কাছে মুকুল রায়ের ফোন এসেছিল। বিজেপি তৃণমূল ভাঙানোর চেষ্টা করছে, তার প্রমাণ তিনি হাতেনাতে পেয়েছেন।

দিল্লিতে দিলীপ ঘোষ এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, “বিজেপি-র কোনও সাংসদ দরকার নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে যথেষ্ঠ সাংসদ আমাদের আছে। এটাও তো প্রশ্ন, কেন ওদের এত বড় দল সাংসদদের ধরে রাখতে পারছে না ?“ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, “নির্বাচনে জেতার জন্য কোনও হেভিওয়েট বেছে নেওয়া হচ্ছে না। আমাদের ওয়েট কিছু কম নয়। কোনও শর্তে নেওয়া হচ্ছে না। প্রার্থী কে হবেন, এখান থেকে ঠিক হবে। আমাদের দলের একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেই অনুযায়ী আগ্রহীদের নেওয়া হচ্ছে। প্রথমে যারা দলের ঝান্ডা ধরতে চান, তাঁদের হাতে ঝান্ডা দেওয়া হচ্ছে। লক্ষীরতন শুক্লর মত একজন মন্ত্রী, সাড়ে চার বছরে একটা মাত্র ফাইল পেয়েছেন। জেলা সভাপতি করা সয়েছিল। ৮-৯ মাস ধরে ফাইল নড়েনি। অনেকের ক্ষেত্রেই এরকম হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা। আগে ওঁরা কিছু বলার সাহস পাননি। এখন বলছেন। যাঁরা তৃণমূলে আটকে ছিলেন, মন খুলে বলতে পারছিলেন না। এখন বলছেন। জানিনা, কে কী করবেন! শিশির অধিকারীর মত প্রবীন নেতাকে ওরা অপমানজনকভাবে বসিয়ে দিয়েছে। সে রকম একাধিক নেতা আছেন যাঁদের ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। সে কারণে এক একজন করে বলতে শুরু করেছেন। জানিনা, ওঁদের কে বিজেপি-তে আসবেন বা আসবেননা।

প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গের খসরা ভোটারতালিকা

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা বাড়ল ২০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫৯৩। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যাও বাড়ল। নির্বাচনের আগে শুক্রবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন।

এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর থেকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ৭ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৮০ জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩০৬ জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৪ জন।

পাশাপাশি বাদ পড়েছেন প্রায় ৬ লক্ষ ভোটার। দু'মাসে প্রায় ২ দশমিক ০১ শতাংশ ভোটার বেড়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার এক হাজার ৫৯০ জন। নতুন ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে ২০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫৯৩। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯২১ জন। ভোটার তালিকায় ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী ভোটারের সংখ্যা ২ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

গত ১৮ নভেম্বর করোনার কালবেলায় রাজ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। খসড়া তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩০৮। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলেন ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ২ হাজার ৫৯০ জন ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল। ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৮৮। সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ১২ হাজার ৪২৮ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ১৪৩০। খসড়া তালিকায় মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৭৯ জন মৃত বা ভুয়ো কিংবা সন্দেহজনক ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল। উল্টোদিকে তালিকায় যুক্ত হয়েছিলেন ৩৯ হাজার ১৭৬ জন ভোটার। যার ফলে ২০২০ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নিরিখে হ্রাস পেয়েছিল ভোটার সংখ্যা। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর চূড়ান্ত তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়। রাজ্যের মোট ৭৮ হাজার ৯০৩টি বুথে সপ্তাহে দু'দিন বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ২১, ২২, ২৮, ২৯ নভেম্বর এবং ৫, ৬, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর প্রতিটি বুথে উপস্থিত ছিলেন বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। করোনা আবহে বিহার নির্বাচনকে মডেল ধরে কমিশনের সিদ্ধান্ত যেসব বুথে ভোটার সংখ্যা হাজার পেরিয়ে যাবে সেসব বুথ ভেঙে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া যায় আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যে বুথ সংখ্যা তুলনায় অনেকটাই বাড়তে চলেছে।

আমফানের ক্ষতিপূরণ নিয়ে হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে নবান্ন

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমফানে বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের হিসেব জমা পড়ল না কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলকে (ক্যাগ)-এর কাছে। এ নিয়ে শুক্রবার শুনানিতে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়তে হল নবান্নকে। সোমবারের মধ্যে তা জানাতে হবে আদালতে।

বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৃষক সংগঠন-সহ আরও অনেকে। তার পরিপ্রেক্ষিতে হাই কোর্ট ক্যাগ-কে দিয়ে আমফান ক্ষতিপূরণের হিসেব অডিট করানোর নির্দেশ দেয়। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কত খরচ করেছে রাজ্য সরকার? তার হিসেব দেওয়ার কথা ছিল নবান্নের। আমফান দুর্নীতি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হওয়া মামলার ভিত্তিতে এই নির্দেশই শুনিয়েছিল আদালত। কিন্তু এখনও সেই বিস্তারিত হিসেব দিতে পারেনি রাজ্য প্রশাসন।

১ ডিসেম্বরের এই নির্দেশের পর কেটে গিয়েছে দেড় মাস। কিন্তু ক্যাগ এখনও রাজ্যের তরফে কোনও হিসেব হাতে না পাওয়ায় অডিটের কাজ শুরু করতে পারেনি।

শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে রাজ্যকে আদালত প্রশ্ন করে, এতদিন পরও কেন ক্যাগ-কে বিস্তারিত হিসেব দেওয়া হল না? তাতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, চলতি অর্থবর্ষ এখনও শেষ হয়নি। জেলা থেকে যাবতীয় আর্থিক রিপোর্ট জমা পড়ে অর্থবর্ষ শেষের পরই। তাই আমফানের ক্ষতিপূরণের রিপোর্টও তারা জেলাশাসকদের কাছ থেকে পাননি।

রাজ্যের এই জবাব শুনে বিচারপতিরা পালটা প্রশ্ন করেন, কবে এই রিপোর্ট জমা দেওয়া সম্ভব? তা জানানোর জন্যও কিছুটা সময় চান রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করা আইনজীবী। তাতে আদালত নির্দেশ দেয়, সোমবারের মধ্যেই সেই দিনক্ষণ জানাতে হবে। তারপর ক্যাগ-এর হাতে রিপোর্ট তুলে দেওয়া নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে আদালত।

গত বছরের মে মাসে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমফানে তছনছ হয়ে গিয়েছিল রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকা। ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে বেশ কয়েকটি জেলা। তা সামলাতে ক্ষতিপূরণ এবং ত্রাণবন্টনের কাজ শুরু করে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পঞ্চায়েতের অধীনে সেই কাজ শুরু হয়। আর এখানেই অভিযোগ ওঠে যে আমফানের ক্ষতিপূরণে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ হয়েছে।

”বেদনা থেকেই মুখ খুলেছেন শিশির অধিকারী”: মন্তব্য শমীক ভট্টাচার্য্যব

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি স): বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। একুশের নির্বাচন নিয়ে এরই মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির শুরু করে দিয়েছে প্রস্তুতি। কিন্তু এরই মাঝে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানো হয় শিশির অধিকারীকে। শিশির অধিকারীর দুই ছেলে শুভেন্দু অধিকারী ও সৌমেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দিলেও এখনও তৃণমূল ত্যাগ করেননি শিশির অধিকারী। কিন্তু কিছুদিন আগেই বেসুরো হয়েছিলেন শিশির অধিকারী। কিন্তু শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিশির অধিকারীর স্বপক্ষে কথা বললেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। ”বেদনা থেকেই মুখ খুলেছেন শিশির অধিকারী” মন্তব্য শমীক ভট্টাচার্যর।

বৃহস্পতিবার থেকেই বঙ্গ রাজনীতি উত্তাল শিশির অধিকারী বনাম কুণাল ঘোষ ইস্যুতে। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কটাক্ষের পর কুণাল ঘোষকে তোপ দাগিয়ে শিশির অধিকারী মন্তব্য করেছিলেন,”সারদায় উচ্চপদে থেকে অনেক টাকা ও নিয়েছে। একজন রিপোর্টার ছিলেন সারদার সংস্থায়। ১৬ লক্ষ টাকা বেতন পেতেন। ভারতের মত অর্থনীতিতেকে এত টাকা পায় ? এগুলো তো সব সারদার টাকা। গরিব মানুষের টাকা। ওই টাকা ফেরত দিকও। নাহলে ওঁকে ঘিরব আমরা”।

আর এরপরই শুক্রবার শমীক ভট্টাচার্য্যকে শিশির অধিকারী প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি নেতা বলেন, ”প্রবীণ একজন রাজনীতিবিদ, দক্ষ সংগঠককে সরানো হয়েছে। সেখান থেকে ওঁর খারাপ লাগতে পারে। তাই ওই মন্তব্য করেছেন। বেদনা থেকেই মুখ খুলেছেন শিশির অধিকারী। যদি শিশির অধিকারী মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে, শিল্পায়নের স্বার্থ কাজ করবেন, তাহলে ওনাকে স্বাগত। শিশির অধিকারী রাজনৈতিক লড়াইয়ে সবাই জানে দক্ষ সংগঠক। অভিজ্ঞতার মর্যাদা দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস”।

গঙ্গাসাগরে ৩৬ হাজার পুণ্যার্থীর করোনা পরীক্ষা, পজিটিভ ৮জন

কলকাতা, ১৫জানুয়ারি(হি. স.): বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা আবহে গঙ্গাসাগরে ই স্নানের উপর জোর দিয়েছিল প্রশাসন। গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীদের ৩৬ হাজার জনের করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৮ জনের দেহে মিলেছে সংক্রমণ। তড়িঘড়ি ওই ৮ জনকে সেফ হোমে পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে পুণ্যস্নান। চলতি বছর তুলনামূলক ভিন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীদের সংখ্যা অনেকটা কম। বাংলার বাসিন্দাদের অনেকেই সংক্রমণের আশঙ্কায় গঙ্গাসাগর থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। তবে যাঁরা গঙ্গাসাগরে স্নান করতে এসেছেন তাঁদের উপর নজরদারি চালাতে উপকূলরক্ষী বাহিনী, নৌবাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী প্রস্তুত।

এদিকে গঙ্গাসাগর মেলায় কয়েকজন অসুস্থ পড়লে,তাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ হেলিকপ্টারে করে হাওড়ায় নিয়ে আসা হয়। এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। গঙ্গাসাগর মেলায় হেলিকপ্টার পরিষেবা আগেই চালু হয়েছে। এছাড়া এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া হয়। সাগরজুড়ে চলছে কড়া নজরদারি। মেলা প্রাঙ্গনে মেগা কন্টোল রুম তৈরি হয়েছে।

বাবুঘাট থেকে সাগর পর্যন্ত ১১০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এবার গঙ্গাসাগর অনেকটাই ফাঁকা। ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। কোভিড পরিস্থিতিতে চলতি বছর বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তা নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। সেই মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

রাজ্যের বিরুদ্ধে মাদ্রাসা শিক্ষকদের অভিযোগ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : সংখ্যালঘু শিক্ষক শিক্ষিকা বলেই তাঁরা রাজ্য প্রশাসনের চরম অমানবিকতার সামনে পড়ছেন বলে অভিযোগ করলেন ‘ওয়েস্টবেঙ্গল রেকগনাইজ আন-এডেড মাদ্রাসা টিচার অ্যাসোসিয়েশন’ এর কর্মকর্তারা। ক্রবার ছিল তাঁদের অবস্থান-বিক্ষোভের চতুর্থ দিন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পলাশ রম এক বিবৃতিতে জানান, হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে সল্টলেক বিকাশ ভবনের মেট্রো কার-শেডের সামনে শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকার অবস্থান। সম্পূর্ণ খোলা আকাশের নিচে পুলিশের সম্পূর্ণ অসহযোগিতায় এই আন্দোলন ক্রমাগত বিপদসংকুলের মধ্যে। প্রশাসনের অসহযোগিতার জন্য সব রকম মানবিক সহযোগিতায় থেকে বঞ্চিত এই আন্দোলনকারীরা। ন্যূনতম পানীয় জল ও বায়োটয়লেটের কোনও ব্যবস্থা নেই। মূল রাস্তার ধারে অবস্থান-বিক্ষোভের পাশ দিয়ে নিয়মিত দ্রুত গাড়ি চলাচল অব্যাহত। তা সত্বেও ন্যূনতম ব্যারিকেড দিতে অস্বীকার করছে প্রশাসন।দুর্ভাগ্য হলো সত্য কুকুর-বিড়ালের সাথে সহবস্থান করছে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তা-ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অদম্য ইচ্ছা এই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করছে। দীর্ঘ নয় বছর বেতন বঞ্চনা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সকল রকম সরকারি অসহযোগিতার কারণে এই আন্দোলন চলবে। যতদিন তাদের দাবি না পূরণ হচ্ছে ততদিন এই আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে বলে জানিয়েছেন

তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে কড়া মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিকদের কাছে দিল্লিতে কড়া মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, কেডিসিংয়ের মত দাগি নেতাদের কেন রেখেছে ওরা? এরকম অনেক সাংসদ, বিধায়ক তৃণমূলে আছে। আজ যদি সিবিআই তাঁদের দিকে যায়, কয়লা মাফিয়াদের ধরতে যায়, দল কি ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে?”পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের সরকার সিবিআই এবং ইডি-কে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ তুলছে তৃণমূল। সাংবাদিকরা এ নিয়ে প্রশ্ন করলে দিলীপবাবু বলেন, “সেটা আপনারা যা বুঝবেন, তাই লিখবেন। আমরাও অনেক দিন ধরে তদন্তে গতি চাইছিলাম। আমি নিজে সিবিআই অফিস ঘেরাও করেছিলাম। এখন যদি দোষীদের গ্রেফতার করে সিবিআই, তাহলে আমরাও খুশি, বাংলার মানুষও খুশি। দিলীপবাবু বলেন, “আমি এটাই বলব, তদন্তে দেরি হয়েছে ঠিই। তবে ঠিক হয়েছে। আপনারা জানেন, গত ২-৩ বছর ধরে অভিযুক্তদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। ডাকা হচ্ছিল। সিবিআইয়ের রিপোর্ট জমা পড়েছে কয়েক মাস আগে। তার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে কাজ করছে।’

সাহসী সৈনিকদের প্রতি দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেনা দিবসের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি টুইটারে লিখেছেন, সাহসী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিকদের প্রতি দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ”সেনা দিবসে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর পুরুষ ও মহিলাদের অভিনন্দন। দেশ সেবায় যাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই সমস্ত সাহসীদের আমরা স্মরণ করছি। সাহসী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিক, ভেটেরান এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।”

১৫ জানুয়ারি ঠিক কী কারণে সেনা দিবস পালিত হয়, নেপথ্যে রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। দেশ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। কিন্তু দেশের সেনা প্রধানের পদে তারপরেও বহাল ছিলেন এক ইংরেজ যোদ্ধা, নাম- জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস বুচার। তাঁর নেতৃত্বেই চলছিল স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী। তারপর ১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারি দায়িত্বের হস্তান্তর ঘটে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব নেন ভারতীয় সৈনিক লেফট্যানেন্ট জেনারেল কে.এম. কারিয়াপ্পা। আর সেই থেকেই এই দিনটিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ”সেনা দিবস” হিসাবে উদযাপন করে আসছে।

৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড ইন্দোনেশিয়া, মৃত্যু ৭ জনের

জাকার্তা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপ। ৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে বহু ঘর-বাড়ি, ভেঙে পড়েছে একটি হাসপাতাল ও হোটেল। জোরালো ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭ জনের, এছাড়াও প্রায় ৭০০ জন মানুষ আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার ভোররাত ২.১৮ মিনিট নাগাদ ৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি আইল্যান্ড। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মাজেনে শহর থেকে ৬ কিলোমিটার (৩.৭৩ মাইল) উত্তর-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মামুজু শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার (২২ মাইল) দক্ষিণে, ভূপৃষ্ঠের ১৮.৪ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের তীব্রতার ভেঙে পড়ে বহু ঘর-বাড়ি, হোটেল ও হাসপাতাল। মাজেনে শহরে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের ও ৬৩৭ জন আহত হয়েছেন এবং পার্শবর্তী মামুজু শহরে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও দুই ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। প্রশাসন সূত্রের খবর, পশ্চিম সুলাওয়েসি প্রদেশের মামুজু শহরে ভূমিকম্পের তীব্রতায় ভেঙে পড়ে একটি হাসপাতাল। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান রোগী, চিকিৎসক ও নার্সরা। মামুজু শহরে ভূমিকম্পের পরই রাস্তায় ফাটল ধরে যায়। শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরই আতঙ্কে নিরাপদ স্থানে গিয়ে দাঁড়ান মানুষজন।

দেশের সকলকে বিনামূল্যেই দেওয়া হোক করোনা-টিকা : মায়াবতী

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): অপেক্ষা প্রায় শেষ। শনিবার থেকেই দেশজুড়ে শুরু হবে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। তার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতীর অনুরোধ, দেশের প্রতিটি নাগরিককে বিনামূল্যেই দেওয়া হোক করোনা-টিকা। করোনা-ভ্যাকসিনের টিকাকাকরণ প্রসঙ্গে শুক্রবার মায়াবতী বলেছেন, ”উত্তর প্রদেশে যদি বহুজন সমাজ পার্টি সরকার গঠন করে, তাহলে উত্তর প্রদেশের সকলকে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।”

কেন্দ্রীয় সরকারের কোভিড-টিকাকরণ অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে মায়াবতী বলেন, ”কেন্দ্রীয় সরকারের কোভিড-টিকাকরণ অভিযানকে স্বাগত জানাচ্ছে বিএসপি, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করছি, দেশের সকলকে বিনামূল্যে দেওয়া হোক টিকা।” এদিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে, দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে মায়াবতী বলেন, ”কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহুজন সমাজ পার্টির পক্ষ থেকে অনুরোধ করছে, কৃষকদের সমস্ত দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হোক।”

উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিএসপি একাই লড়বে : মায়াবতী

উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টি একাই লড়বে, বিএসপি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করবে না। জানিয়ে দিলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। শুক্রবার মায়াবতী জানিয়েছেন, ”উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টি একাই লড়বে, বিএসপি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করবে না। নিজ শক্তিতেই দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে বিএসপি।”

ভারতে ১৮.৪৯-কোটি করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ২.০২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে আরও কমে গেল চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা। সুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে, বাড়ছে করোনা-টেস্টও। ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ৮.৪৯-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২ লক্ষ ১৩ হাজার ০২৭ জন করোনা-রোগী (২.০২ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শুক্রবার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৩০,০৯৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮,৪৯,৬২,৪০১।

ভারতে সুস্থতার হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৯৭৫ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৫৩ শতাংশ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫১, ৯১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৯১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০১,৬২, ৭৩৮ জন।

সাহসী সৈনিকদের প্রতি দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেনা দিবসের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি টুইটারে লিখেছেন, সাহসী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিকদের প্রতি দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। শুক্রবার সকালে টুইট করে রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ”সেনা দিবসে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর পুরুষ ও মহিলাদের অভিনন্দন। দেশ সেবায় যাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই সমস্ত সাহসীদের আমরা স্মরণ করছি। সাহসী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিক, ভেটেরান এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।”

১৫ জানুয়ারি ঠিক কী কারণে সেনা দিবস পালিত হয়, নেপথ্যে রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। দেশ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। কিন্তু দেশের সেনা প্রধানের পদে তারপরেও বহাল ছিলেন এক ইংরেজ যোদ্ধা, নাম- জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস বুচার। তাঁর নেতৃত্বেই চলছিল স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী। তারপর ১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারি দায়িত্বের হস্তান্তর ঘটে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব নেন ভারতীয় সৈনিক লেফট্যানেন্ট জেনারেল কে.এম. কারিয়াপ্পা। আর সেই থেকেই এই দিনটিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ”সেনা দিবস” হিসাবে উদযাপন করে আসছে।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল, পঞ্জাবে ভারত-পাক সীমান্তে নিকেশ সন্দেহভাজন

গুরুদাসপুর (পঞ্জাব), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে সন্দেহভাজন একজন পাক অনুপ্রবেশকারীর অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভেস্তে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার রাতে পঞ্জাবের অমৃতসর জেলায় ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে নিকেশ হয়েছেন একজন পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী। নিহতের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

শুক্রবার সকালে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পঞ্জাবের অমৃতসর জেলায়, ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে। রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ বিএসএফ বাহিনী গুলি চালালে সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয়। নিহত অনুপ্রবেশকারীর নাম ও পরিচিত জানার চেষ্টা চলছে।

করোনা-মুক্ত ১.০১ কোটিরও বেশি, মৃত্যু বেড়ে ১,৫১,৯১৮

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দৈনিক কোভিড-১৯ সংক্রমণ ফের খানিকটা কমল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৫,৫৯০ হাজার নাগরিক নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৯১ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১৬ হাজার করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০১,৬২,৭৩৮ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫,৫৯০ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১, ০৫,২৭,৬৮৩-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৯৭৫ জন। ১৯১ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫১,৯১৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৫,৯৭৫ জন সুস্থ হওয়ার পর ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০১,৬২,৭৩৮ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ১৩ হাজার ০২৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৫৭৬ জন।

দিল্লিতে বিজেপি-র বৈঠক নিয়ে কৌতূহল রাজনৈতিক মহলে

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের জোর প্রস্তুতির মধ্যেই জরুরি বৈঠকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায়-সহ তিনজনকে দিল্লিতে তলব করেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আলোচনার বিষয় ও নির্দেশিকা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

বিজেপি সূত্রে খবর, নয়াদিল্লির পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের বিজেপি দফতরে ওই বৈঠকের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ পেয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই দিল্লি পৌঁছোন মুকুলবাবু। শুক্রবার সকালে রওনা দেন দিলীপবাবু ও দলে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

গত ১১ জানুয়ারি সোমবারই দিল্লি গিয়েছিলেন দিলীপবাবু। ফেরেন মঙ্গলবার সকালে। মাঝে একদিন যেতে না যেতেই কেন দিলীপ-সহ রাজ্য বিজেপির তিন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে দিল্লিতে তলব করা হল তা নিয়ে দলের অন্দরে ইতিমধ্যেই নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।

আগামী ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ। এখনও পর্যন্ত সেই সফরে কোথায় কবে সভা হবে তা ঠিক হয়নি। শুক্রবারের বৈঠকে সেই সফরসূচি চূড়ান্ত হতে পারে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিতে কিছু রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সব কমিটিতে রাজ্যের সাংসদদের প্রতিনিধিত্ব নিয়েও আলোচনা হতে পারে বৈঠকে।

অনেকেই বলছেন, অমিত শাহ সব রকম দ্বন্দ্ব ভুলে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিলেও এখনও সব ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। এটা লক্ষ্য করেই রাজ্য নেতৃত্বকে সতর্ক করা হতে পারে। দলের এক রাজ্য নেতা জানান, “আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে অনেকে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। তার আগে ‘আদি বনাম নব্য’ লড়াইয়ে রাশ টানা এবং ভবিষ্যতে যাতে কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় তার জন্য সতর্কতামূলক আলোচনাই শুক্রবারের বৈঠকের মূল লক্ষ্য। যদিও দিলীপবাবু জানিয়েছেন, এটা রুটিন বৈঠক। তিনি বলেন, “মাঝে মাঝেই সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য এমন বৈঠক হয়। এটা নতুন কিছু নয়।”

রাত পোহালেই শুরু হবে করোনা টিকাকরণ, মুখ্যমন্ত্রীর তদারকি

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি .স.) : শনিবার সকালে শুরু হবে করোনা টিকাকরণ। এর সামগ্রিক কাজ তদারকি করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। ওইদিন কোনও একটি টিকাকরণ কেন্দ্রে নিজেও উপস্থিত থাকতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ঠিক হয়েছে, প্রাথমিক ধাপে প্রথম দিন ২০ হাজারের কিছু বেশি চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর টিকা দেওয়া হবে। চিহ্নিত হয়েছে ৪০০০ টিকাকরণ কেন্দ্র। তার আগে বৃহস্পতি ও শুক্রবার দিনভর দফায় দফায় স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম প্রত্যেকটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক ও আলোচনা করেন।

ঠিক ছিল, প্রথম দিন ২০৪টি টিকাকরণ কেন্দ্রে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে কলকাতার তিনটি নার্সিংহোমকে যুক্ত করা হয়েছে। সেখানেও টিকাকরণ হবে। প্রত্যেকটি টিকাকরণ কেন্দ্রের বাইরে থাকবে পর্যাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্স। পার্শপ্রতিক্রিয়া সামলাতে তৈরি হয়েছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একাধিক কমিটি।

শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে টিকাকরণ পর্ব। প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে প্যান কার্ড আনতে বলা হয়েছে। কলকাতায় এসএসকেএম, এনআরএস, ন্যাশনাল মেডিক্যাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ডঃ বিসি রায় পিজি ইনস্টিটিউশন, বেলেঘাটা আইডি, এমআর বাঙ্গুর এবং পুরসভার ১১, ৩১, ৫৭, ৮২ ও ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে প্রতিষেধকের জন্য আপাতত চিহ্নিত করা হয়েছে।

শনিবার থেকে টানা চলবে টিকাকরন। তিন-চারদিন পর ফের হবে যাচাই। টিকাকরণের দিন প্রত্যেকটি কেন্দ্রের সঙ্গে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত থাকবেন। প্রত্যেকটি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে চিকিৎসকদের একাধিক কমিটি। প্রতিষেধক নেওয়ার পর কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তা সামলানোর জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দল তৈরি থাকবে।

প্রত্যেকটি সেন্টারের বাইরে থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যায় অ্যাম্বুল্যান্স, যাতে টিকা নেওয়ার পর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়। অ্যাপোলো, আর এন টেগোর এবং আমরি ঢাকুরিয়ার মতো তিনটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে অনেক চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। তাঁদের অন্য সেন্টারে না পাঠিয়ে সেখানেই টিকাকরণ কেন্দ্র হিসেবে অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।

গৌরনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার কনিকা মেমোরিয়াল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন গৌরনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ১৩ জানুয়ারি এক গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে এক স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৯ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে শিশুদের সঠিক সময়ে টিকা দেওয়া, গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, পরিবার পরিকল্পনার সুফল গ্রহণ করতে ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে মা ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গণধোলাই

● **প্রথম পাতার পর**

করার চেষ্টা করছিল। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের টহলদারি থাকায় সে গরুটি বাংলাদেশে পাচার করতে পারেনি। গরুটি সীমান্ত এলাকার একটি গাছে বেঁধে রেখে অপেক্ষা করছিল ওই গরু চোর।

বিষয়টি স্থানীয় লোকজনের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে গরুর মালিক কে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে গরুর মালিক সহ এলাকার লোকজন ওই এলাকায় ছুটে আসেন। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় গরু ওই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ খুবই ফেটে পড়েন। তাকে আটক করে গণধোলাই দেন এলাকাবাসী। তাতেই সে গুরুতরভবে জখম হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন সীমান্তে বিএসএ্যেফর টহলদারী থকায় সে বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে গরুটি সীমান্তের ওপারে নিয়ে যেতে পারেনি। এ ব্যাপারে কলম চওড়া থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।নাটক গরু চোর এর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকায় বসবাসকারী জনগণ জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন প্রায় সময়ই ওই এলাকা থেকে গরু চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। গরু চোরের নিত্য তাণ্ডবে দিশেহারা এলাকার কৃষিজীবী অংশের মানুষজন।রাত জেগে পাহারা দিয়ে তারা তাদের গবাদিপশু চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছেন না বলেও অভিযোগ জানিয়েছেন। সীমান্তে বিএসএফের টহলদারী বাড়ানোর জন্য সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

চেষ্টা করে। তখন পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা কংগ্রেসের মিছিল আটকে দেওয়ার জোরদার প্রয়াস নেয়। এ নিয়ে তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের দস্তাদস্তিও হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের মিছিল আটকে দিতে সক্ষম হয়। সেখান থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে দাবি সনদ তুলে দেন।দাবি সনদ তুলে দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিস কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ ভৌমিক বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে তিনটি কৃষি আইন প্রণয়ন করেছে সেগুলো দেশের কৃষকদের স্বার্থ পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইনকে কালো আইন বলে আখ্যায়িত করেন তিনি।অবিলম্বে কৃষি এবং কৃষক বিরোধী এ কালো আইন প্রত্যাহার করে নিতে জোরালো দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।

গোটা দেশজুড়ে শুক্রবার কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে রাজভবন অভিযান সংগঠিত করা হয়।দেশব্যাপী আন্দোলনের অংশ হিসেবেই রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুক্রবার রাজভবন অভিযান সংগঠিত করা হয়।অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইন প্রত্যাহার করে না নিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গৃহবধূ

● **প্রথম পাতার পর**

শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকায় কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।একটানা ২২ দিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন ওই অগ্নি দগ্ধ গৃহবধূ।অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয়-পরিজন সহ এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে মৃতার সন্তানটিকে তার পরিবারের লোকজনর পরম স্নেহে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মেশিন

● **প্রথম পাতার পর**

মেশিনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব বলেন বর্ষাকালে রাজধানী আগরতলা শহরে জল জমে থাকে।পরিমাণে একটু বেশি বৃষ্টি হলে শহর এলাকার বিভিন্ন বাড়ি ঘর এবং রাস্তাঘাট জলের তলে চলে যায়। বানভাসি অবস্থা দেখা দেয় শহর এলাকাতে। গত কয়েক বছর ধরে সমস্যা বেড়েই চলেছে।পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার আগরতলা শহর এলাকাকে বর্ষার মৌসুমে বানভাসি অবস্থা থেকে রক্ষার লক্ষ্যে স্মার্ট সিটি মিশন প্রকল্পে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।এই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই রাজধানী আগরতলা শহরের ৬ টি স্থানে ডিজেল চালিত পাম্প মেশিন বসানো হচ্ছে।নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব জানিয়েছেন বনমালীপুর, পুরানো থানার পেছনের দিকে, সেন্ট্রাল আগরতলা , ওরিয়েন্ট চৌমুহনী, কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় এই পাম্প মেশিন বসানো হবে। এই মেশিনগুলো এর বিশেষত্ব হলো বৃষ্টি হলে এবং শহর এলাকায় অধিক পরিমাণে জল জমে গেলে কম্প্রেশন গুলি চালানো হবে।তিনি আরো বলেন বেশি বৃষ্টি হলে এবং জল জমে গেলে শহর এলাকাতেও অনেক সময় বিদ্যুৎ থাকেনা। বিদ্যুৎ না থাকলে বিদ্যুৎ চালিত পাম্প মেশিন চালানো অসম্ভব।সে কারণেই ডিজেল চলিত পাম্প মেশিন বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।এই অত্যাধুনিক পাম্প মেশিন বলে বসানোর ফলে বর্ষাকালে আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হবে বলে তিনি দাবি করেছেন।এখন থেকে বৃষ্টি হলে আগরতলা শহর এলাকায় জল হবে থাকবে না বলেও তিনি দাবি করেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

প্রস্তুত করার জন্যে উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের আধিকারিকদের তিনি পরামর্শ দেন।

বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পর্ণ করার উপর গুরুত্বারোপ করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে সমস্ত জায়গায় বিভিন্ন স্টিল বীজ মেরামত করার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলিকে অবিলম্বে মেরামত করতে হবে। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে কোন ভাবেই ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে অর্থের কোন অভাব হবে না। প্রয়োজনে নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে এ সমস্ত কাজ করতে হবে। তবে এই অর্থ যথাযথভাবে কাজ লাগাতে হবেই। আগামী অর্থবছরের জন্যে বিএসি অথবা প'ায়েত সমিতি থেকে পরিকল্পনা করে এখনই বিভিন্ন প্রোজেক্ট তৈরি করে তা জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়ার জন্যে উপমুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন।

পর্যালোচনা সভায় অংশ নিয়ে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি জানান, এমজিএন রেগার মাধ্যমে চলতি অর্থবছরের এখন পর্যন্ত সমগ্র জেলায় ৪৮৩৯০১৯ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে বিশালগড় ব্লকে ৮১১৩৭৭, বক্সনগর ব্লকে ৫৪৬৬১৩, চড়িলাম ব্লকে ৬৪৫৭৩৩, জম্পইজলা ব্লকে ১০৭৩৭৯১, কাঁঠালিয়া ব্লকে ৬৮৩৭৪৭, মোহনভোগ ব্লকে ৩৬৯০৩৮ এবং নলছড় ব্লকে ৭০৮৭২০ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, এমজিএন রেগার অর্থে বিশালগড় ব্লকের পূর্ব গোকুলনগর গ্রাম প'ায়েতে জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী একটি বড় প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

এছাড়াও একই প্রকল্পে ১৫টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে ৩০ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করে ৩৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কিচেন গার্ডেন নির্মাণ করা হবে। তিনি জানান, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলায় চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২২টি গভীর নলকূপ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। জল জীবন মিশন প্রকল্পে এ পর্যন্ত ১১,৯৪৭টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ জেলায় তাদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন।

পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত), সহ সভাধিপতি পিন্টু আইচ, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, বিভিন্ন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

রূপান্তর করা হয়েছে এবং মহিলাদের জন্য ১৮১ হেল্পলাইন নম্বরটি যুক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গত তিন বছরে ডাই-ইন-হারনেসে পুলিশ পরিবারের ১৭৮ জনকে চাকুরি প্রদান করা হয়েছে।

টি এস আর- এ ১,৪৮৮ জন রাইফেলম্যান নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ২০২০ সালের নভেম্বরে ৪৩ জন সাব ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। আরও ২২ জন সাব ইনস্পেক্টর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়াও ত্রিপুরা পুলিশে ৫০০ কনস্টেবল পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। নিয়োগের পাশাপাশি পুলিশের আধুনিকীকরণের জন্য গত ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের নতুন প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য কুঞ্জবনে ৫.২ একর জায়গা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালে বর্তমান রাজ্য সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হীরা বানানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই দিশায় সরকার কাজ করছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। তিনি বলেন, সাবমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে আগামীদিনে ত্রিপুরা হবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক করিডোর। সরকারের এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব বলেন, সমাজের বিকাশে পুলিশের যে অবদান রয়েছে তাকে স্বীকৃতি জানাতেই প্রতিবছর পুলিশ সপ্তাহ পালন করা হয়। এর মাধ্যমে নিজেদের আত্মমন্থনের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর আরও গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। রাজ্যে করোনা অতিমারির সময়ে পুলিশ প্রশাসন অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। করোনা মোকাবিলা করতে গিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যের ৭ জন আরক্ষাকর্মী মারা গেছেন। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার যে সংকল্প নিয়েছে তা বাস্তবায়ণেও পুলিশ প্রশাসন সর্বাত্মক প্রয়াস জারি রেখেছে।

পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে রাজ্য পুলিশের উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুলিশম্যান অব দ্যা ইয়ার-২০২০ প্রদান করা হয় কৈলাসহর মহকুমার এস ডি পি ও ড. চন্দন সাহাকে। শ্রেষ্ঠ টি এস আর ব্যাটেলিয়ন- ২০২০ এর স্বীক'তি পেয়েছে টি এস আর-এর দশম বাহিনী। শ্রেষ্ঠ জেলা পুলিশ ২০২০ পুরস্কার পেয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ, শ্রেষ্ঠ থানা- ২০২০ এর সম্মান অর্জন করেছে আমবাসা থানা, শ্রেষ্ঠ তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক হিসেবে সম্মান লাভ করেন মহিলা ইনস্পেক্টর রাংথাং মুই, বীট কনস্টেবলের সেরা কাজের শ্রেষ্ঠ থানা হিসেবে পুরস্কার অর্জন করে কাকরাবন থানা এবং ত্রিপুরা পুলিশের শ্রেষ্ঠ মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ- ২০২০ এর পুরস্কার পেয়েছেন জীবন মজমদার। এছাড়াও পুলিশের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরুস্কারে ভূষিত হন প্রাক্তন টি পি এস আধিকারিক স্বপন কুমার দে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও পুলিশ পরিবারের মেধাবী ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে চীফ মিনিষ্টার মেধাবী পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বালিগঞ্জের স্টোর থেকে শেষদফার বণ্টনের জন্য কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে যাচ্ছে করোনার ভ্যাকসিন

কলকাতা,১৫ জানুয়ারি (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে আতঙ্ক দিচ্ছে করোনার দ্বিতীয় স্ট্রেন। অন্যদিকে আগামীকাল শনিবারই শুরু হচ্ছে টিকাকরণ। আর তারই আগে শুক্রবার বালিগঞ্জের স্টোর থেকে শেষদফার বণ্টনের জন্য কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে যাচ্ছে করোনার ভ্যাকসিন।

করোনা কাঁটায় কোণঠাসা শহরবাসী। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা।তবে,করোনা প্রতিরোধে তৎপর প্রশাসন। ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসে গিয়েছে করোনা ভ্যাকসিন। আর তাই আগামীকাল টিকাকরনের আগে কলকাতা পুরসভার বালিগঞ্জ স্টোর থেকে এদিন কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গায় বণ্টন করা হচ্ছে ভ্যাকসিন। বালিগঞ্জের স্টোর থেকে এদিন কলকাতার ৪টি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ৪টি সরকারি হাসপাতালে আজ বণ্টন করা হবে করোনা ভ্যাকসিন।

টিকাকরণ

● **প্রথম পাতার পর**

জেলায় ৫৭২০, ঊনকোটি জেলায় ৩২৫০, ধলাই জেলায় ৬৩০০, খোয়াই জেলায় ৪৬৯০, সিপাহীজলা জেলায় ৫৬০০, গোমতী জেলায় ৬২৫০ এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৬৫১০ করোনা-র টিকা ইতিমধ্যে পৌছে গেছে। আগামীকাল ওই টিকা প্রদান করা হবে।সারা ত্রিপুরায় ১৫২টি টিকাকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৭টি বিশেষ টিকাকরণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

চূড়ান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

১৬২ জন, পুরুষ ৯ হাজার ৯৮১ জন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা রাজ্যের ৩,৩২৪টি ভোটকেন্দ্র, সব তহশীল অফিস, সব ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার-র (এসডিএম) অফিস, সব ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন আফিসারের (ডিএম এণ্ড কালেক্টর) অফিসে দেখতে পাওয়া যাবে। এই তালিকা মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের ওয়েবসাইটএ দেখতে পাওয়া যাবে বলে নির্বাচন দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিবির

আটের পাতার পর

দেওয়া হয়। শিবিরে মা ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্কিল কমিটির সভা

আটের পাতার পর

সাথে সমন্বয় করে দেওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়েও এদিনের সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় ডিস্ট্রিক্ট স্কিল কমিটির সদস্য সচিব জানান, পিএমকেভিওয়াই-টুতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৬০০ জন বেকার যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণ মন্দির

আটের পাতার পর

উপলব্ধি করা যায় এ যেন ঈশ্বর ইন্দ্র দেবের বাসভূমি। গোটা মন্দিরটি শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরি। রাধা কৃষ্ণের মন্দির হলেও এখানে শিব মূর্তি, হনুমান মূর্তি, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি গুলি আনা হয় বহি রাজ্যের রাজস্থান থেকে। সংবাদে জানা গেছে যার উদ্যোগে মন্দিরটি নির্মাণ হচ্ছে সহৃদয়বান সুজিত দেবনাথ পেশায় বহি রাজ্যের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। এই মন্দিরটি নির্মাণ কাজ চলছে দীর্ঘ টানা চার বছর ধরে। তবে এই মন্দিরটি উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে মাঘে পূর্ণিমা তিথিতে।

সেনাবাহিনীর সহনশীলতার পরীক্ষা নিয়ে কেউ যেন ভুল না করে : নরবণে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহনশীলতার পরীক্ষা নিয়ে কেউ যেন ভুল না করে। চিন ও পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিলেন সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে। পাশাপাশি সেনা প্রধান জানিয়েছেন, গালওয়ান উপত্যকায় বীর জওয়ানদের বলিদান বৃথা যাবে না। শুক্রবার ৭৩ তম সেনা দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লির কারিয়াপ্পা গ্রাউন্ডে প্যারেড করে ভারতীয় সেনা। প্যারেড শেষে সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে বলেছেন, ”নর্দার্ন সীমান্তে চিনের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা সম্পর্কে আপনারা সকলেই অবগত, যোগ্য জবাবও দেওয়া হয়েছে। দেশবাসীকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, গালওয়ান উপত্যকায় বীর জওয়ানদের বলিদান বৃথা যাবে না। আলোচনা মাধ্যমে সমস্ত বিবাদ মেটাতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু, ভারতীয় সেনার সহনশীলতার পরীক্ষা নেওয়ার ভুল যেন কেউ আর না করে।”

২০২০ সালে নিয়ন্ত্রণরেখা ও সন্ত্রাস-দমন অভিযানে লাগাতার সাফল্য পেয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এ প্রসঙ্গে সেনা প্রধান বলেন, ”গত বছরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে এবং সন্ত্রাস-দমন অভিযানে ২০০-রও বেশি জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনাবাহিনী। ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের জন্য সীমান্তের কাছে প্রশিক্ষণ শিবিরে বসে রয়েছে ৩০০-৪০০ জন জঙ্গি। গত বছরে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা ৪৪ শতাংশ বেড়েছে, যা পাকিস্তানের ন্যক্কারজনক উদ্দেশ জানান দিচ্ছে।” সেনা প্রধান আরও বলেন, আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে সেনাবাহিনী। এমার্জেন্সি এবং ফাস্টট্র্যাক স্কিমের অধীনে, ৫ হাজার কোটি টাকার সরঞ্জাম কিনেছে সেনাবাহিনী। পাশাপাশি ১৩ হাজার কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

মরণোত্তর সেনা মেডেল প্রদান

সেনা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিভিন্ন অভিযানে বীরত্বের জন্য পাঁচজন সেনা জওয়ানকে মরণোত্তর সেনা মেডেল প্রদান করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে দু”জন জঙ্গিকে নিকেশ এবং স্কোয়াড কমান্ডারের জীবন বাঁচানোর জন্য মরণোত্তর সেনা মেডেল দেওয়া হয়েছে ১০ প্যারা স্পেশাল ফোর্সেস ইউনিটের নায়েক সন্দীপকে।

পশ্চিম দিল্লিতে বাতিল সামগ্রীর দোকানে আগুন, শিশু-সহ মৃত ৩

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিম দিল্লিতে বাতিল সামগ্রীর দোকানে আগুন লেগে মৃত্যু হল একটি শিশু-সহ ৩ জনের। পশ্চিম দিল্লির কীর্তি নগর এলাকার ঘটনা। বৃহস্পতিবার রাত ১০.৫০ মিনিট নাগাদ কীর্তি নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বাতিল সামগ্রীর দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। ততক্ষণে আগুন ওই দোকানের উপরে থাকা একটি ছোট ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, আগুন নিভে যাওয়ার পর তিনটি দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত দু”জনের বয়স ২০ বছর এবং শিশুটির বয়স ১০ বছর। মৃতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গিয়েছে, মৃত রোহিত (২০) কীর্তি নগরের কমলা নেহেরু ক্যাম্পের বাসিন্দা।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, রোহিত সম্ভবত আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিল। আগুন নেভানোর সময় সে আটকে পড়ে, রোহিতের দেহ উদ্ধার হয় নালা থেকে। অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই পলাতক দোকানের মালিক টনি মেহতো (৫০)। এই অগ্নিকাণ্ডে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (পশ্চিম) দীপক পুরোহিত জানিয়েছেন, শর্টসার্কিটের কারণেই সম্ভবত আগুনের সূত্রপাত। ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় কীর্তি নগর থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পলাতক দোকানের মালিক টনি মেহতো।

শুক্রবার সকালে আবার আগুন লাগে দিল্লির রোহিণীর সেক্টর-৬ এলাকায় অবস্থিত অ্যামাজনের স্টোরে। এই অগ্নিকাণ্ডে একজন মহিলা এবং দমকল কর্মী সামান্য দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের আম্বেদকর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

গাব্বায় টেস্টে অভিষেক হল টি নটরাজন ও ওয়াশিংটন সুন্দরের

ব্রিসবেন, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : গাব্বায় সিরিজে নির্ণায়ক টেস্টে শুক্রবার অভিষেক হল টি নটরাজন ও ওয়াশিংটন সুন্দরের। এদিন দুই অভিজ্ঞ বোলার জসপ্রীত বুমরাহ ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ছাড়ায় মাঠে নামল টিম ইন্ডিয়া।

ভারতের ৩০০তম টেস্ট ক্যাপ পেলেন বাঁ-হাতি পেসার নটরাজন। তাঁর হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দেন বোলিং কোচ ভরত অরুণ। জয়দেব উনাদকটের পর ভারতের হয়ে কোনও বাঁ-হাতি পেসারের টেস্ট অভিষেক হল। ২০১০ সালে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল উনাদকটের। অর্থাৎ ১১ বছর পর কোনও বাঁ-হাতি পেসার হিসেবে নটরাজনের হাতে উঠল টেস্ট ক্যাপ। চলতি অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান ডে এবং টি-২০ অভিষেক হয় নটরাজনের। এবার টেস্ট অভিষেক। প্রথমে অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ছিলেন ভারতের এই বাঁ-হাতি পেসার। তিন ক্ষেত্রে বদলি হিসেবে দলে যোগ দিয়ে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে চাপান তামিলনাড়ুর বছর সাতাশের এই ক্রিকেটার। ২ ডিসেম্বর ক্যানবেরায় ওয়ান ডে অভিষেক। তারপর ৪ ডিসেম্বর ক্যানবেরাতেই ভারতের হয়ে টি-২০ অভিষক হয়েছিল নটরাজনের। আর ৩০১ নম্বর ভারতীয় টেস্ট ক্যাপ পেলেন সুন্দর। তাঁর হাতে টেস্ট ক্যাপে তুলে দেন অশ্বিন। চোটের কারণে এদিন খেলতে পারেনি চলতি সফরে ভারতের সফলতম বোলার অশ্বিন। তবে টেস্ট অভিষেকের আগে দেশের হয়ে ২৬টি টি-২০ এবং একটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন তামিলনড়ুর অফ-স্পিনার।

মাণিক্যনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার ব'নগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে মাণিক্যনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ১৩ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২২ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ৪ জন গর্ভবতী মা ও ১৮ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। টিকাকরণ শিবিরে এমপিডব্লিও ও আশাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সুনিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কুমারঘাট মাতৃ মঙ্গলে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন কুমারঘাট মাতৃমঙ্গলে গত ১৩ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১০ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে শিশুদের সঠিক সময়ে টিকা দেওয়া, গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, পরিবার পরিকল্পনার সুফল গ্রহণ করতে এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দয়ারামপাড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমসিএইচ ক্লিনিকে গত ১৩ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে সাত জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ৩ জন গর্ভবতী মা ও ৪ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিও ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 177(2020-21)

The Execuutive Engineer Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the Hon'ble Mayar Agartala Municipal Corporation "Percentage rate e-tender from the Central & State Public sector undertaking/enterprize and eligible Bidders/ Firms/ Agencies of appropriate class of Electrical Enlistmentj registered with PWD/TTAADC/ CPWD/ Railway/Other state PWD up to 2.00 on 27-01-2021 for the following work:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Providing permanet Electrical Installlation in the newly constructed Battala fish and meat market (First floor) in ward No. 35, under AMC DNIe No: EE(Elect)/AMC/17/2020-21	12,90,227.00	12,902.00	45 (Forty Five) days	Date 27-01-2021 Time : 14:00 Hrs.	Date 27-01-2021 Time : 16:00 Hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDERS

Sd/- (Er. Bishnu Bhattacharjee)
Executive Engineer (Elect)
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত একদিনের ক্রিকেট উৎসবে আজ প্রেসক্লাব গ্রীন টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত একদিনের ক্রিকেট উৎসবে আজ প্রেসক্লাব গ্রীন টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। স্থানীয় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে তথা আস্তাবল মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে গ্রীন টিম ৬ উইকেটে প্রতিপক্ষ হোয়াইট টিমকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। সকালে একদিনের এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজীব দেববর্মা এবং মহিলা ক্রিকেট কোচ শ্রাবণী দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আগরতলা প্রেসক্লাবের সচিব প্রণব সরকার এবং স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর মহিলা সাংবাদিক ক্রিকেটারদের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রেসক্লাব বি টিম ৬ উইকেটে জয় পেয়েছে প্রতিপক্ষ এ টিমকে হারিয়ে। এ টিম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৩৫ রান সংগ্রহ করলে জবাবে বি টিম ৪ ওভার খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের খেলোয়াড়র হলেন - শেষাদ্রী দাশগুপ্তা, ইন্দ্রাণী দাস, পাপড়ি ভট্টাচার্য, বিন্দুস্মিতা ভৌমিক, পিংকি দেববর্মা। এ টিমের হয়ে খেলেছেন সুস্মিতা সেন, মিনাক্ষী ঘোষ, তিস্তা নাথ, সুপ্রীতি মুখার্জি,য় ঋতুপর্ণা দেবনাথ। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটার অন্নপূর্ণা দাস মৌটুসী দে, রিজু সাহা, নিবেদিতা দাস ও মামুন রবিদাস প্রমূখ দু''দলের হয়ে খেলে মহিলা সাংবাদিক ক্রিকেটারদের বেশ উৎসাহ যুগিয়েছেন।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে প্রেসক্লাব গ্রীন টিম ৪ উইকেটের বিনিময়ে অরেঞ্জ টিমকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে অরেঞ্জ টিম নির্ধারিত ৮ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দ্বীপজিৎ আচার্যের সর্বাধিক ৪৬ রানের পাশাপাশি ওপেনার বিষুওপদ বণিকের ২১ রান, সুব্রত দেবনাথের ১৯ রান এবং চন্দন শীলের অপরাজিত ১১ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, দলের অন্যান্য খেলোয়াররা হলো শান্তনু বণিক, আকাশ রায় ও প্রবীর দাস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে গ্রীন টিম ৭ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে প্রনব শীলের সর্বাধিক ৪৬ রান, ওপেনার ভাস্করজ্যোতি দত্তের অপরাজিত ৩৪ রান এবং পবিত্র দাসের অপরাজিত ২০ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, দলের হয়ে খেলেছেন অলক চৌধুরী, বিশ্বজিৎ দে, শ্রীশান চক্রবর্তী, সন্তোষ গোপ ও অভিষেক দেববর্মা। পরবর্তী ম্যাচে হোয়াইট টিম ৩ উইকেটের ব্যবধানে ব্লু টিমকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ব্লু টিম নির্ধারিত ৮ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মেঘধন দেবের সর্বাধিক ৫৫ রান, অভিজিৎ ঘোষের ২৬ রান, দেবব্রত মজুমদারের ৮ রান উল্লেখযোগ্য। দলের হয়ে আরও যারা খেলেছেন

- অনির্বাণ দেব, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অভিষেক দে, অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, ভাস্কর দাস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হোয়াইট টিম ৭ ওভার ৪ বল খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সুমন ঘোষের ৩৩ রান, প্রশান্ত দে অপরাজিত ৩০ রান, প্রসেনজিৎ সাহার ২১ রান, মিল্টন ধরের ১৪ রান উল্লেখযোগ্য। দলের হয়ে আরও যারা খেলেছেন প্রবীর দেববর্মা, কিরীটি দত্ত, রুমন আহমেদ, জাকির হোসেন।

ফাইনাল ম্যাচে গ্রীন টিম টসে জিতে হোয়াইট টিমকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালে তারা ৫ ওভার ৪ বল খেলে মাত্র ৩৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হোয়াইট টিমের ভাস্করজ্যোতি দত্ত ও শ্রীশান চক্রবর্তীর ওপেনিং জুটি ৩ ওভার ১ বল খেলে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আম্পায়ার সুকান্ত সাহা, পরাগ সরকার ও স্কোরার সৈকত সাহার সহযোগিতা অনস্বীকার্য। সবকটি ম্যাচে ভাষ্যকার এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সুপ্রভাত দেবনাথ। চারদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে স্পোর্টস কমিটির কনভেনার দেবব্রত চক্রবর্তী এবং সহ-সম্পাদক রমাকান্ত দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অবশেষে 'মুক্ত' ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল

ঢাকায় পৌঁছেই তিন দিনের কোয়ারেন্টিন করতে হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে। হোটেলে বন্দী থেকেই কেটেছে তাদের বাংলাদেশ-অধ্যায়ের শুরুটা। তবে আজ থেকে ঢাকার হাওয়া-বাতাস গায়ে মাখতে পারছে ক্যারিবীয় ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের আগে আজই প্রথম অনুশীলন করতে মাঠে নেমেছিল তাঁরা। মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠে ও নেটে আজ চলেছে তাদের নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার পালাটা।

ব্রেকিং ব্যাড ও কিছু উপলব্ধি

করোনার দিনে এত আক্রান্ত আর মৃত্যুর খবরে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর চেয়ে কিছু অনুপ্রেরণার গল্প শুনলে কেমন হয়? আঘাত, চোট, বদভ্যাস থেকে ফিরে আসার গল্প তো অনেকই আছে খেলার জগতে। তার চতুর্থ পর্বে আজ ছেলেদের টেনিসের কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি ও সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার যুবরাজ সিংয়ের গল্প —

তাঁর শেষ দেখেছিল সবাই

সংকটের অবস্থা থেকে ফিরে আসার জিন তাঁর পরিবারেই ছিল। মা এলিজাবেথ বেটি আগাসিই যে ব্রেস্ট ক্যানসারকে হার মানিয়ে ফিরেছিলেন! ছেলে তেমন কোনো জটিল রোগে পড়েননি, কিন্তু নেশার অন্ধকার আর মানসিক অবসাদ কাটিয়ে ওঠাও তো আন্দ্রে আগাসির কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়!

টেনিসে তিনি কেমন ছিলেন, তা তো যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস কিংবদন্তির রেকর্ডই বলে। রড লেভারের পর ওপেন যুগে ছেলেদের এককে চার গ্র্যান্ড স্লামের সবগুলো (ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম) জেতা দ্বিতীয় খেলোয়াড় তিনি, যে কীর্তি এরপর ছুঁয়েছেন আরও তিনজন। নামগুলো চেনাই --- রজার ফেদেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচ। ছেলেদের এককে ক্যারিয়ার গোল্ডেন স্লাম (ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম ও অলিম্পিকে সোনার পদক) জেতা দুজনের প্রথম খেলোয়াড় তিনি। অন্যজন? রাফায়েল নাদাল! আর ক্যারিয়ারের গোল্ডেন স্লামের পাশাপাশি এটিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপ যোগ করে নিলে, যেটিকে ক্যারিয়ার সুপার স্লামও বলা হয়? সেখানে আন্দ্রে আগাসি অদ্বিতীয়।

এ তো টেনিসে তিনি শেষ পর্যন্ত কী করেছেন, তার বর্ণনা। আর টেনিসে তিনি কেমন হতে যাচ্ছেন, সে ইঙ্গিত সম্ভবত দিয়েছিল আন্দ্রে আগাসির ১৩ বছর বয়সের একটা ঘটনা। ফ্লোরিডাতে টেনিস কোচ নিক বোলেটিয়েরির একাডেমিতে গিয়েছিলেন আগাসি। সেখানে তাঁর তিন মাস থাকার কথা ছিল, বাবা এমানুয়েল মাইক আগাসির পক্ষে এর চেয়ে বেশি খরচ টেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আগাসিকে খেলতে দেখার ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই বোলেটিয়েরি এসে মাইক আগাসিকে বললেন, ''আপনি আপনার চেকটা ফেরত নিয়ে যান, ও এখানে বিনামূল্যেই শিখবে।'' ১৯৮৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই পেশাদার টেনিসে অভিষেক আন্দ্রে আগাসির।

গ্র্যান্ড স্লামে সাফল্য অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আসেনি। ফ্রেঞ্চ ওপেন, ইউএস ওপেনে সেমিফাইনাল, ফাইনালে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গ্র্যান্ড স্লামের শিরোপামঞ্চে ওঠা ১৯৯২ উইম্বলডনেই প্রথম। মজার ব্যাপার, টুর্নামেন্টটাতে সবকিছুতে সাদা পোশাকের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত আগাসি উইম্বলডনে খেলেননি ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন তো ক্যারিয়ারের প্রথম আট বছরেই খেলেননি! কে জানে, তা না হলে তাঁর গ্র্যান্ড স্লামের সংখ্যা আরও বাড়ত কি না! ১৯৯২ উইম্বলডনের দুবছর পর আসে ইউএস ওপেন, তার পরের বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনও। ১৯৯৬ অলিম্পিকে সোনাও এসেছে।

এরপরই ছন্দপতন! সে সময়ের স্ত্রী ব্রুক শিল্ডের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না তাঁর, তাতে খেলাটার প্রতিই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সঙ্গে যোগ হয়েছিল মাদক সেবন। বিখ্যাত টিভি সিরিজ ''ব্রেকিং ব্যাডে''র কল্যাণে যেটির নাম অনেকেরই জানা --- ক্রিস্টাল মেথামফেটামিন। সে সময় আগাসি অবশ্য দাবি করেছিলেন, এক বন্ধু জোর করে দিয়েছিলেন সেটা। পেশাদার টেনিসের সংগঠনের (এটিপি) ড্রাগ টেস্টে ধরা পড়লেও আগাসি চিঠি লেখে জানান, তাঁর ওই বন্ধু পানীয়ের মধ্যে সেটা মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এটিপি তখন সতর্ক করে ছেড়ে দেয় তাঁকে। কিন্তু পরে আত্মজীবনীতে আগাসি জানান, চিঠিতে মিথ্যা লিখেছিলেন। তিনি আসলেই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন ক্রিস্টালে।

যার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে তাঁর পারফরম্যান্সে। জয়ের চেয়ে হারের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। যে আগাসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন ১৯৯৫ সালে, ১৯৯৭-তে একটা সময়ে তাঁর র‍্যাঙ্কিং নেমে গিয়েছিল ১৪১-এ! সবাই তখন রায় দিয়ে দিয়েছিল, আগাসি শেষ!

কিন্তু ওই যে, শেষের কাছ থেকে ফিরে আসা তাঁর জিনেই যে আছে! ১৯৯৮ সালে কঠোর কন্ডিশনিং প্রোগ্রাম করে মানসিক ও শারীরিকভাবে ঝরঝরে হয়ে ফেরেন। পাঁচটি শিরোপা জিতে সে বছরই র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১০ থেকে উঠে আসেন ৬ নম্বরে। ১৯৯৯ ফ্রেঞ্চ ওপেন জয় দিয়ে পূরণ হয় তাঁর ক্যারিয়ার স্লাম। ঝরঝরে হয়ে ফেরার পরের আগাসি কতটা ভয়ঙ্কর ছিলেন, সেটির প্রমাণ সম্ভবত এই যে, ফেরার পর পাঁচটা গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন। ফেরার আগে কয়টা ছিল? ৩!

আনন্দ মিলিয়ে গেল দুঃস্বপ্নে

''এই পথটা আমি চিনি। এই ব্যথাটা আমার জানা। জানি তিনি শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন। কিন্তু ভাগ্য কারও কারও পাশে থাকে, তাঁরা বেঁচে যান। আর কারও পাশে ভাগ্য থাকে না।''

বিরল ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে হার মেনে অভিনেতা ইরফান খান মারা যাওয়ার পর টুইটটা করেছিলেন যুবরাজ সিং। কে জানে, হয়তো নিজের কেমোথেরাপির দিনগুলো মনে পড়ছিল তাঁর। ইরফান খান কী কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন, তা হয়তো কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারছিলেন যুবরাজ। কিন্তু ভাগ্য তাঁর পাশে ছিল।

ভারতকে তখনো দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতানোর আনন্দটা ঠিকভাবে উপভোগ করেছেন কি করেননি, যুবরাজের জীবনে ঝড় হয়ে এল দুঃস্বপ্ন সংবাদটা। বড় চ্যালেঞ্জের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো তাঁর অভ্যাস। সেটি ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁর প্রথম ব্যাট হাতে নামার দিন হোক বা টি-টোয়েন্টি-ওয়ানডে বিশ্বকাপে আলো ছড়ানো। তাঁর দারুণ অনেক পারফরম্যান্স ভারতকে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে, এর মধ্যে ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয় ছক্কার কথা কে ভুলতে পারে! উপমহাদেশেই আয়োজিত ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতকে শিরোপা এনে দেওয়ার পথে ব্যাটে-বলে. টুর্নামেন্টসেরার

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-17/NIT/EEIPWD/AMP/2020-21.
Dated: 07-01-2021.
Memo No:- F.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP17863-935 dated, 07-12-2021.
Cost of Tender form: Rs. 5,000 /- (Rupees Five thousand) only
Last date and time for document downloading and bidding: 10-02-2021, upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: - 10-02-2021, at 16:00 hrs. if possible.

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DRAFT NIe-T NO: 27/CE/PWD(R&B)/ ACE (P&DU)/2020-21.	₹. 16,68,43,792.00	₹. 16, 68,438.00	18 (eighteen)months	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website htips://tripuratenders.govin
For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. S. Chjakma)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur,Gomati Tripura
ICA/C-2804/21

দ্রুত ফেরার চিন্তা বাদ দিয়েছেন নাদাল

করোনার প্রভাবে একে একে বন্ধ হয়ে গেছে সব রকমের খেলা। আগামী ১৩ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেছে এটিপি ট্যুরের টুর্নামেন্ট। ফ্রেঞ্চ ওপেন পিছিয়েছে। বাতিল হয়েছে উইম্বলডন। কবে নাগাদ কোর্টে খেলা ফিরবে তা নিয়ে খেলোয়াড়েরা আছে সংশয়ে। টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল তো আগামী কয়েক মাসে কোনো আশার আলোই দেখতে পাচ্ছেন না।

রয়েল স্প্যানিশ টেনিস ফেডারেশনের সঙ্গে ভার্চুয়াল চ্যাটে সেই সংশয় ফুটে উঠেছে বিশ্বের দুই নম্বর টেনিস তারকার ন্ট্রে, ''টেনিসের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হওয়া নিয়ে আমি পুরোপুরি সন্দিহান।'' চাইলেও যে খেলাটা দ্রুত কোর্টে গড়ানো সম্ভব হবে, এমনটাও মনে করেন না ১৯ বারের গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী নাদাল, ''টেনিস খেলতে গেলে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ঘুরতে হবে, হোটেলে থাকতে হবে। নানা দেশে যেতে হবে। এমনকি যদি আমরা দর্শকশূন্য গ্যালারিতেও খেলি, টুর্নামেন্ট আয়োজন করতেও অনেক লোকের দরকার। এটা চাইলেও এড়ানো সম্ভব না। আন্তর্জাতিক টেনিসে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।''

করোনাভাইরাসে প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে খেলার চেয়ে জীবনের দাবিটাকেই বেশি মূল্য দিচ্ছেন নাদাল, ''গত দেড় মাস কঠিন সময় গেছে আমাদের। এই কদিনে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সমাজে অনেক দুর্দশা বেড়েছে। আমি আশা করি এই অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আরও কয়েক মাস লাগবে। অনেক লোক চাকরি হারিয়েছে। এত লোকের মৃত্যু দেখতে খুব খারাপ লাগে।''

করোনার টিকা নিতে চান না জোকোভিচ

এ যেন 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল' অবস্থা। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়েছে, বিভিন্ন দেশে অন্তত ৭০টি টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে কিন্তু আগামী বছরের আগে টিকা আবিষ্কারের আশাবাদ দিচ্ছেন না কেউই। বরং আপাতত ওষুধ বানানোতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকে। আর এখনই কি না টিকা দেওয়া হলে কী হবে, না হবে সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ।বিশ্ব টেনিসের বর্তমানের শীর্ষ তারকা যদিও টিকা নেওয়ার বিরোধী। ফলে ভবিষ্যতে টেনিসের বড় টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিপাকে পড়ে যেতে পারেন জোকোভিচ। রোববার ফেসবুকে লাইভ এক চ্যাটে অংশ নেন ১৭ গ্র্যান্ড স্লামের

কেমন কাটছে মারিয়া শারাপোভার নতুন জীবন

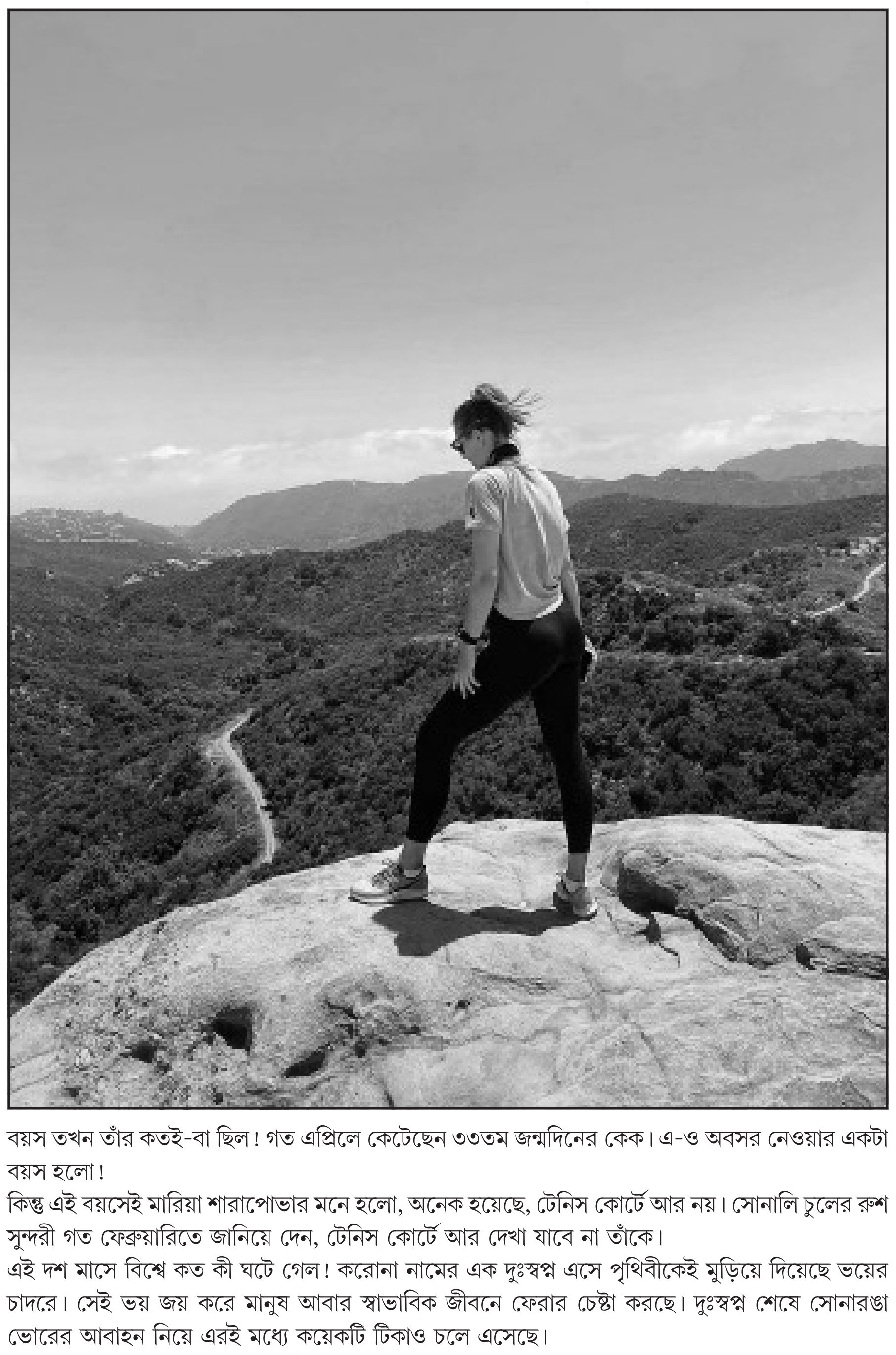

বয়স তখন তাঁর কতই-বা ছিল! গত এপ্রিলে কেটেছেন ৩৩তম জন্মদিনের কেক। এ-ও অবসর নেওয়ার একটা বয়স হলো!

কিন্তু এই বয়সেই মারিয়া শারাপোভার মনে হলো, অনেক হয়েছে, টেনিস কোর্টে আর নয়। সোনালি চুলের রুশ সুন্দরী গত ফেব্রুয়ারিতে জানিয়ে দেন, টেনিস কোর্টে আর দেখা যাবে না তাঁকে।

এই দশ মাসে বিশ্বে কত কী ঘটে গেল! করোনা নামের এক দুঃস্বপ্ন এসে পৃথিবীকেই মুড়িয়ে দিয়েছে ভয়ের চাদরে। সেই ভয় জয় করে মানুষ আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছে। দুঃস্বপ্ন শেষে সোনারঙা ভোরের আবাহন নিয়ে এরই মধ্যে কয়েকটি টিকাও চলে এসেছে।

এত কিছুর মধ্যে টেনিসে বড় টুর্নামেন্ট বলতে শুধু ইউএস ওপেন আর ফ্রেঞ্চ ওপেনটাই হয়েছে, তা-ও করোনার কারণে দুই দফা পিছিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেন হয়েছে সেপ্টেম্বরে। টেনিসই যেখানে আলোচনায় ছিল কম, টেনিসে না থেকে শারাপোভা আর আলোচনায় আসেন কী করে! তা টেনিস ছেড়ে দিয়ে এখন কী করছেন শারাপোভা? সম্প্রতি ইঙ্ক ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকারে সেটি নিয়ে কিছু ধারণা দিলেন পাঁচটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী শারাপোভা।

শারাপোভা একেবারে যে আলোচনায় ছিলেন না, তা-ও অবশ্য নয়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে মাঝেমধ্যেই শিরোনাম হয়েছেন। শারাপোভা বলে কথা! শুধু তো টেনিস খেলোয়াড় হিসেবেই নন, মডেল হিসেবেও রুশ টেনিসকন্যার আবেদন আছে। আর আলোচনায় থাকার জন্য তাঁর প্রায় ৪১ লাখ অনুসারীসমৃদ্ধ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট তো আছেই! শারাপোভার উপস্থিতি নিয়মিত টের পাওয়া যায় সেখানে।

আর দশজনের মতো তারকাদের ইনস্টাগ্রাম তো আর এমনি এমনি ছবি দেওয়ার, ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম নয়, সেখানে স্পনসরশিপের হিসাবও থাকে। শারাপোভারও অনেক ছবি এসেছে, যেগুলোতে তাঁকে স্পনসর করা কোম্পানির নাম জড়িত।

এর বাইরে নিজের ব্যবসায় বা যৌথভাবে বিনিয়োগ করেছেন, এমন প্রতিষ্ঠানগুলো তো আছেই! আজ এই প্রতিষ্ঠানের পণ্য দিয়ে ছবি দিচ্ছেন, তো কাল অন্য প্রতিষ্ঠানের। এর বাইরে মহামারির এই সময়টাতে কখনো পাহাড়ে চড়ে, কখনো প্রকৃতির সান্নিধ্যে গিয়ে সময়টা উপভোগ করেছেন তাঁর ভক্তদের প্রিয় 'মাশা'।

গত ফেব্রুয়ারিতে যখন অবসরের ঘোষণা দিচ্ছিলেন শারাপোভা, বোঝা যাচ্ছিল, অনেক ভোগাতে থাকা ডান কাঁধের চোটটার ধকল আর নিতে পারছিলেন না শারাপোভা। ইঙ্ক সাময়িকীতে সাক্ষাৎকারে শারাপোভা জানালেন সিদ্ধান্তটা ঠিকই ছিল, 'অবসরের ঘোষণা দেওয়ার আগে কয়েক মাসে এই প্রশ্নটা নিজেই নিজেকে অনেকবার করেছি। এসব ক্ষেত্রে আপনার নিজেকে বুঝতে হবে, আপনি কী অনুভব করছেন, আপনার শরীর কিংবা মন কী বলছে, সেটা দেখতে হবে।'

সুযোগ পেলেই পাহাড়ে চড়ছেন বা প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাচ্ছেন শারাপোভা।ছবি: ইনস্টাগ্রাম

টেনিসের বাইরের জীবনের আকর্ষণও তাঁর সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে বলে জানালেন শারাপোভা, 'পুরো প্রক্রিয়াটা সামলানো কঠিন ছিল, কিন্তু আমার আশপাশের মানুষদের সঙ্গে আলোচনার পর বুঝতে পেরেছিলাম, সিদ্ধান্তটা নেওয়া জরুরি। অনেক বছর আমি শুধু এই খেলাটাতেই সব মনোযোগ দিয়েছি, এখানে সাফল্য পাওয়ার জন্য সবকিছু নিংড়ে দিয়েছি।'

খেলা ছাড়ার পর নতুন একটা দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তাঁর জন্য। 'সুগারপোভা' নামে নিজের একটি আন্তর্জাতিক কনফেকশনারি ব্র্যান্ড তো অনেক আগেই খুলেছেন, যেটিতে শতভাগ মালিকানা তাঁর।

এর বাইরে অন্যদের ব্যবসায়ের পথ খুলে দিতেও এখন কাজ করছেন শারাপোভা। ব্যবসায়ের ধ্যানধারণা আছে, কিন্তু বিনিয়োগের অভাবএমন প্রতিষ্ঠানগুলোতে লাভজনক মনে হলে বিনিয়োগ করেন শারাপোভা। সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের 'আইডিয়া' নিয়ে যাওয়া উদ্যোক্তাদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, 'আপনার কোম্পানিটাকে সবচেয়ে অকৃত্রিম উপায়ে উপস্থাপন করুন। ব্যবসায়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা উদ্যোক্তাদের নার্ভাস হতে দেখলেই আমার ভালো লাগে। সে মুহূর্তটাতে তাঁরা সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে থাকেন। কিন্তু সেখান থেকে তাঁরা কীভাবে বেরিয়ে আসেন, কীভাবে চ্যালেঞ্জ করেন নিজেকে, সেটাই দেখার। তাঁদের ভেতরটা কী দিয়ে তৈরি, তখনই সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়।'

সম্প্রতি শরীরকে আরাম দেওয়ার সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান থেরাবডিতে বিনিয়োগ করেছেন শারাপোভা। ওই প্রতিষ্ঠানের থেরাগান নামে জনপ্রিয় বহনযোগ্য মাসাজের যন্ত্রও আছে। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের বাস্কেটবল লিগের (এনবিএ) দল ডালাস মাভেরিকসের মালিক মার্ক কিউবানের সঙ্গে মিলে ব্যায়ামের সময়ে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান বালা ব্যাঙ্গলসে ৯ লাখ ডলার বিনিযোগ করেছেন শারাপোভা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/47/2020-21 dated 13/01/2021

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of he 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD uplo 3.00 P.M. on 04/02/2021.

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/95/2020-21	₹ 1,46,387.00	₹ 1,464.00	30 (thirty) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/96/2020-21	₹ 9,94,961.00	₹ 9,950.00	90 (ninety) days
3	DNIeT No.EE-IED/AGT/97/2020-21	₹ 3,60,207.00	₹ 3,602.00	90 (ninety) days
4	DNIeT No.EE-IED/AGT/98/2020-21	₹ 5,13,330.00	₹ 5,133.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downlciding and bidding is on 04/02/2021 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 04/02/2021, if possible. For more details kindly visit: https:// tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAP DEBNATH)
Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
ICA/C-2811/21

শুক্রবার আগরতলায় গণকনভেনশনে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি-নিজস্ব।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক পর্যন্ত নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকার রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালেও হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রয়েছে হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রও। লক্ষনীয় বিষয় হলো আয়ুর্বেদিক তেমন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবায় তেমন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।রাজের গ্রাম পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিতে গিয়ে বিমুখ হয়ে ঘুরে আসতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসক পর্যন্ত নেই। এ ধরনের একটি চিত্র ধরা পড়েছে কামাল ঘাটের শান্তিপাড়াস্থিত কামাল ঘাট সরকারি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রে।এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে রোগীদের। তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা রোগীরা জানান তারা২/৩ ঘণ্টা ধরে এখানে এসে অপেক্ষা করছেন। চিকিৎসক তো দূরের কথা কোনো কর্মীকেই আসছে দেখছেন না তারা। এলাকার লোকজন অভিযোগ করেছেন কামাল খাট সরকারি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রায় এক বছর ধরে কোন ডাক্তার নেই। অপর এক স্বাস্থ্যকর্মী রোগীদের হাতের বিভিন্ন ঔষধপত্র তুলে দিচ্ছে।আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রে অবিলম্বে একজন চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।কেন এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসককে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কেও কোন কিছুই জানেন না এলাকার লোকজন।আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রে একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করা হলে বিস্তীর্ণ এলাকার লোকজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিষেবর সুযোগ পাবেন বলে তারা আশা ব্যক্ত করেছেন। তারা আরো জানান এলাকায় আর কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আয়ুর্বেদ ঔষধি তারা প্রাথমিক চিকিৎসা করে থাকেন।রাজ্য সরকার যেখানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে সে ক্ষেত্রে কেন কামাল ঘাট আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন চিকিৎসক নেই সেই প্রশ্নও তুলেছেন তারা।

এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা চিন্তা করে অবিলম্বে কামালঘাট আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রে একজন চিকিৎসক সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের জন্য তারা রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

তারা আরও অভিযোগ করেছেন যে স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্য কেন্দ্র টি খোলেন এবং রোগীদের হাতের বিভিন্ন ঔষধপত্র বলে দেন তিনি ও মর্জিমাফিক আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন।ইচ্ছে হলেই তিনি এসে আয়ুর্বেদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খোলেন আবার ইচ্ছে না হলে তিনি কোন কিছু আগাম না জানিয়েই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন না। ফলে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে এলাকার সাধারণ মানুষ জনকে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র টি সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত খোলা থাকার কথা রয়েছে। সে অনুযায়ী রোগীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিতে আসেন। কিন্তু আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রে এসে কাউকে না পেয়ে তারা রীতিমতো হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে এলাকার লোকজন দারুণভাবে উপকৃত হবেন বলেও তারা উল্লেখ করেছেন।

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/তেলিয়ামুড়া, ১৫ জানুয়ারি।। শুক্রবার সকালে বিশালগড় - আগরতলা জাতীয় সড়কের উপরে উত্তম ভক্ত চৌমুনী তপোবন আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় বাইক এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয় এক যুবক। আহত যুবকের নাম জয় দেবনাথ। পিতা ধীরেন্দ্র দেবনাথ। বাড়ি বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। দপ্তরের কর্মীরা ছুটে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত যুবককে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। ফের একবার চালকের অসাবধানতার জন্য অটোএবং টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক মহিলা এবং আরো একজন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকার তেলিয়ামুড়া- খোয়াই রাস্তায় আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। জানা যায় মনু থেকে বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসে বাবার বাড়ির এক অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় নম্বরের অটোর সাথে একটি টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। অটোতে থাকা মিত্রা দেবনাথ তার বাবার বাড়ির এক অসুস্থ রোগী সহ আহত হয় দুর্ঘটনাস্থলে। এলাকার লোক সঙ্গে সঙ্গেই তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দমকল কর্মীদের খবর দেয়। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে দুজন দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে। এরমধ্যে মিত্রা দেবনাথের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার একটি হাত ভেঙ্গে যায়। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল। পুলিশ একটি যান দুর্ঘটনার মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

আইজিএম হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। আগরতলার ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র জিবি হাসপাতালে ধরনের অক্সিজেন প্লান্ট রয়েছে। আইসিএম হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্ট না থাকায় নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগীদের। বর্তমানে জিবি হাসপাতাল থেকে অক্সিজেনে আইজিএম হাসপাতালে পরিষেবা প্রদান করতে হয়। নতুন এই প্লান্ট চালু করা সম্ভব হলে আইসিএম হাসপাতালে আর কোন সমস্যা থাকবে না।শুক্রবার আইসিএম হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস ইঞ্জিনিয়ার সহ আইজিএম হাসপাতালে মেডিকেল হাসপাতাল এলাকা পরিদর্শন করেন।কোথায় কিভাবে অক্সিজেন প্লান্ট বসালে রোগীদের সুবিধে হবে এইসব বিষয় খতিয়ে দেখা হয়।শুক্রবার আইসিএম হাসপাতাল পরিদর্শন কালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানরা বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান হাসপাতালে অক্সিজেন এর সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য এই নতুন বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই লাইনটি বসানো হলে আর কে নগর থেকে সরাসরি অক্সিজেন আইজিএম হাসপাতালে আসবে বলে তিনি জানান। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই প্লান্ট বসানোর কাজ শুরু হবে।এই প্লান্ট বসানোর বিষয়ে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি তথ্য দিতে গিয়ে জানান তারা যে অনেকদিন ধরেই অক্সিজেনের সমস্যা চলছিল। আইসিএম হাসপাতাল এই সমস্যা থেকে মুক্ত ছিল না। রোগীদের প্রয়োজনমতো অক্সিজেন দিতে না পারলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।সে কারণে জরুরি ভিত্তিতে অক্সিজেনের যোগান খুবই জরুরী।দিলীপবাবু আরো জানান ইউএনডিপি প্রজেক্টে রাজ্যের আটটি জেলাতেই এ ধরনের অক্সিজেন প্লান্ট বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।এই প্ল্যান্টের টাকা ইউএনডিপি প্রজেক্ট থেকে পাওয়া গেলেও পাইপ বসানোর যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।রাজ্য সরকারও রোগী সাধারণের কথা মাথায় রেখে এজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানান তিনি।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা স্কিল কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ফেজ-থ্রি যথাযথভাবে রূপায়ণের জন্য জেলা পর্যায়ে গঠিত ডিস্ট্রিক্ট স্কিল কমিটির এক সভা গতকাল ধর্মনগরে জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট স্কিল কমিটির চেয়ারম্যান জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি সভায় সভাপতিত্ব করেন। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক স'য় চক্রবর্তী, উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, বিএসি'র চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ব্লকের বিডিও সহ ডিস্ট্রিক্ট স্কিল কমিটির সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ডিস্ট্রিক্ট স্কিল কমিটির সদস্য সচিব ফুজইল আহমেদ জানান, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ফেজ-থ্রি তে বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ, যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, স্থানীয়ভাবে এর চাহিদা, কাজের সুযোগ অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ডিস্ট্রিক্ট স্কিল কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলে স্থানীয় যুবক-যুবতীরা কাজের সুযোগ পেতে পারে তা চিহ্নিত করার জন্য জেলাশাসক সভায় উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় ডিস্ট্রিক্ট স্কিল কমিটির সদস্য সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ফেজ-টু তে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবক-যুবতীরা প্রশিক্ষণ নিতে পারত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ফেজ-থ্রি তে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের প্রার্থীরা সুযোগ পাবে। তিনি জানান, পিএমকেভিওয়াই-থ্রি তে ক'ষি ও ক'ষি সংক্রান্ত ক্ষেত্র, অর্গানিক ফার্মিং, মাশরুম চাষ, পোল্টি, শুকর পালন, ফুলচাষ, মৌমাছি পালন, মৎস্যচাষ, রাবার শীট প্রসেসিং, রাবারের লেটে' হার্ভেস্টিং, বেকারি, ব্যাম্ব এণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস, নির্মাণ কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণের পর প্রার্থীদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া, স্বাবলম্বনের জন্য ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ২৬ জানুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় শান্তিরবাজারে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে ১৩ জানুয়ারি শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শান্তিরবাজারের মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯ জানুয়ারি স্বচ্ছতা অভিযানের মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন কর্মসূচি শুরু হবে। ২০ জানুয়ারি মহকুমার বিদ্যালয়গুলিতে বসেআঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে। ২১ জানুয়ারি শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবস পালন করা হবে। ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারি আয়োজিত হবে র‍্যালী, সাফাই অভিযান। ২৬ জানুয়ারি প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের মূল কর্মসূচির সূচনা হবে। সকাল ৬টায় বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানে জাতীয়পতাকা উত্তোলন করা হবে। ৭ টায় সকল সরকারি অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৯ টায় মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্যারেড, সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। দুপুরে হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যায় কমিউনিটি হলে বর্ণাঢ্য সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাতচাঁদ ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। সাতচাঁদ ব্লকের কনফারেন্স হলে গ্রাম প'ায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে সম্পতি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাতচাঁদ ব্লকের জন্য একটি গ্রাম প'ায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন সাতচাঁদ প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অনিলচন্দ্র মজমদার ও সদস্য সচিব হয়েছেন বিডিও জেমস ডার্লং। সভায় জানানো হয় গ্রামস্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খুব সহজে সম্পন্ন করার জন্য গ্রাম প'ায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা হবে। ব্লক এলাকায় জনকল্যাণমুখী কাজ রূপায়ণের জন্য প্রাথমিকভাবে ০৬ টি সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রপ, ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রপ, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রপ, সোশ্যাল জাস্টিস এণ্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ওয়ার্কিং গ্রপ, লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রপ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এণ্ড মিসেলেনিয়াস ওয়ার্কস ওয়ার্কিং গ্রপ এবং ম্যানপাওয়ার এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রপ গঠন করা হয়েছে। এই সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রপগুলি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রকল্প রূপায়ণের কাজ করবে। এই গ্রপগুলিতে জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদেরও রাখা হয়েছে। গ্রাম প'ায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের জনমুখী পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হবে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সাতচাঁদ প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র মজমদার, ভাইস চেয়ারম্যান রূপঙ্কর দে, সাতচাঁদ বি এ সি'র চেয়ারম্যান খলাধন ত্রিপুরা, বিডিও জেমস ডার্লং, জনপ্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

লংতরাইভ্যালি মহকুমায় স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। লংতরাইভ্যালি মহকুমার মাছলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে চিচিংছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে গত ১২ জানুয়ারি এক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে বাড়িতে কি কি করণীয়, বাড়ির আনাচে কানাচে যাতে নোংরা জল জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও মশার বংশবিস্তার রোধ করার উপায় এবং বাড়িতে কারো জর হলে সাথে সাথে তাদের নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাছাড়া চিকিৎসা পরিষেবায় সরকারি সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঘিলাতলীর মণিপুরী বস্তিতে রাধাকৃষ্ণ মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জানুয়ারি।। অর্থ ছাড়া যেমন মন্দির মসজিদ নির্মাণ করা যায় না, তেমনি অর্থ থাকলেও সেই মন্দির মসজিদ নির্মাণ করা যায় না। এ যেন একি মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠদেশ। মন্দির মসজিদ নির্মাণ করতে গেলে অর্থও সদ ইচ্ছা থাকতে হবে। তবে একমাত্র সম্ভব। এমনই এক ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার পশ্চিম ঘিলাতলীর মণিপুরী বস্তি এলাকায়। এই মণিপুরী বস্তি এলাকায় সুজিত দেবনাথের তিন কানি জায়গার উপর নির্মাণ করা হলো রাধা কৃষ্ণ মন্দির। এই মন্দির প্রাঙ্গণে থাকবে একটি বৃদ্ধাশ্রম, দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্ত পরায়নদের রাত্রিযাপনের জন্য থাকবে যাত্রীনিবাস সহ একাধিক সুসজ্জিত ফুলের বাগান। মন্দিরটি প্রত্যক্ষ করলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

পদ্মবিলে দয়ানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। খোয়াইয়ের পদ্মবিল ব্লক এলাকার দয়ানন্দ আশ্রমের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়া এদিন দিনব্যাপী নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।স্বাস্থ্য শিবির এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষ জনের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রাজের বিশিষ্ট চিকিৎসক রনেন্দ্র বর্মন স্বাস্থ্য শিবিরে রোগীদের চিকিৎসা করে ওষুধ পত্র প্রদান করেন। উদ্যোক্তারা জানান দয়ানন্দ আশ্রম ৫১ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভক্ত প্রাণ মানুষ প্রতিদিন এ আশ্রম এ এসে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আশ্রমের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।জাতি ও উপজাতি অপর অংশের মানুষজন এই ধর্মপ্রাণ অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এলাকার জাতি উপজাতি মানুষের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে বলেও তারা মনে করেন।

প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলে মিড-ডে-মিলের করুণ অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জানুয়ারি।। এডিসি এলাকা গুলি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠন এবং মিড ডে মিলে অব্যবস্থা বিগত বাম জমানায় আমল থেকে।এই অবস্থার দৃশ্য বর্তমানকালে প্রকট আকার ধারন করছে। মুঙ্গিয়াকামি বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অধীনে রাং রমহা পাড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টির অবস্থান ১৮ মুড়া পাহাড়ের সড়কের পাশে ৩৯ মাইল এলাকায়।এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৫ জন হলেও শিক্ষক-শিক্ষিকা মাত্র দুইজন।বিদ্যালয়ের পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সব কিছু তথৈবচ।বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিলের ব্যবস্থা এক অসহনীয় ব্যাপার।ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে এলেও মিড-ডে-মিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।এমন অচল অবস্থা দীর্ঘ বাম জমানায় কাল থেকে।এছাড়াও যে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করছে সে বিদ্যালয়ের নাম জানেন না।যদিও ১৯৮২ সালে এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল।কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো দীর্ঘ বছর পেরিয়ে গেলেও এলাকার মানুষজন আজ ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। করবুক মহকুমার শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমসিএইচ হলে গত ১৩ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩৬ জন গর্ভবতী মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ২ জন গর্ভবতী মা ও ১১ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। তাছাড়াও শিবিরে গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া, কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে নবীনছড়ার দয়ালপাড়া গ্রামে গতকাল এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৩ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং তাদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে শিশুদের টিকাকরণ, ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া, কুষ্ঠরোগ, পালস পোলিও টিকাকরণ নিয়ে আলোচনা করেন আশাকর্মী ও এমপিডব্লিউগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গোমতী জেলার করবুক হাসপাতালের এমসিএইচ ক্লিনিকে গত ১২ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৪৩ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ২২ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ, গর্ভকালীন সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, পালস পোলিও টিকাকরণ ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিএস, এমপিডব্লিও ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার ব'নগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে রহিমপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ১৩ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৩৮ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ১২ জন গর্ভবতী মা ও ২৬ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিও ও আশাকর্মীগণ। তাছাড়াও শিবিরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

খোয়াই জেলার কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন ঘিলাতলি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত বিদ্যামোহন পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ১২ জানুয়ারি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৫৫ জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং তাদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীগণ উপস্থিত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলার দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে গোলাঘাটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ১৩ জানুয়ারি মা ও শিশুদের নিয়ে এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এ'টেনশন এডুকেটর, এমপিডব্লিও ও আশাকর্মীগণ। তাছাড়াও এই শিবিরে ৩০ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে মা ও শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া পাল্ পোলিও এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে প্রত্যেকরায় পৌষ মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে গতকাল থেকে ধর্মনগর মহকুমার প্রত্যেকরায় গ্রাম প'ায়েতের বড় আখড়া প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসব। তিন দিনব্যাপী এই মেলা ও উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। মেলা পরিচালন কমিটি, উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা ও উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। এছাড়াও ছোট বড় ব্যবসায়ী মেলায় পসরা সাজিয়ে বসেছেন। মেলায় ব্যাপক সংখ্যায় লোক সমাগম হয়েছে। কো-অপারেটিভ ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরের সদস্য মলিনা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের এগ্রি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি কাজল দাস, ত্রিপুরা ওবিসি কমিশনের বোর্ড অব ডিরেক্টর সদস্য প্রদীপ কুমার নাথ, কালাছড়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন টিংকু শর্মা, ত্রিপুরা মার্কফেড-র বোর্ড অব ডিরেক্টর সদস্য সুদীপ দেব, প্রত্যেকরায় গ্রাম প'ায়েতের প্রধান সুধাংশু নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার এস পি ভানুপদ চক্রবর্তী প্রমুখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, এই মেলাও উৎসব আমাদের সাংস্ক'তিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা, বাণিজ্যেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি এই মেলা ও উৎসবের মধ্যদিয়ে পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাত'ত্ববোধ গড়ে উঠে এবং শান্তি ও সম্পীতির পরিবেশ সুদৃঢ় হয়। সাংসদ বলেন, রাজ্য সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে সবাইকে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কালাছড়া ব্লকের বিডিও মহম্মদ সাজিদ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন, প্রত্যেকরায় পৌষমেলা ও সংহতি উৎসব পরিচালন কমিটির সভাপতি গৌরমনি নমঃ।

ছৈলেংটায় বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। জাতীয় যুব দিবসের অঙ্গ হিসাবে গত ১২ জানুয়ারি ছৈলেংটা কমিউনিটি হলে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিদর্শক বাসুদেব দাস। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

ঋষিপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম ভুবনবন আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন ঋষিপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ৮ জানুয়ারি এক নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে এলাকার ৩২ জন শিশু ও গর্ভবতী মা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের গুরুত্ব এবং নবজাতকের যত্ন, শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ, পুষ্টিকর খাবার, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ও গর্ভবতী মায়ের নিয়মিত হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

হালামবস্তি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার দক্ষিণ ঊনকোটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে হালামবস্তি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ১৩ জানুয়ারি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩১ জন রোগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে শিশুদের সঠিক সময়ে টিকা দেওয়া, গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, পরিবার পরিকল্পনা ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।